প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩ ❖ ২৬ জানুয়ারি - ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

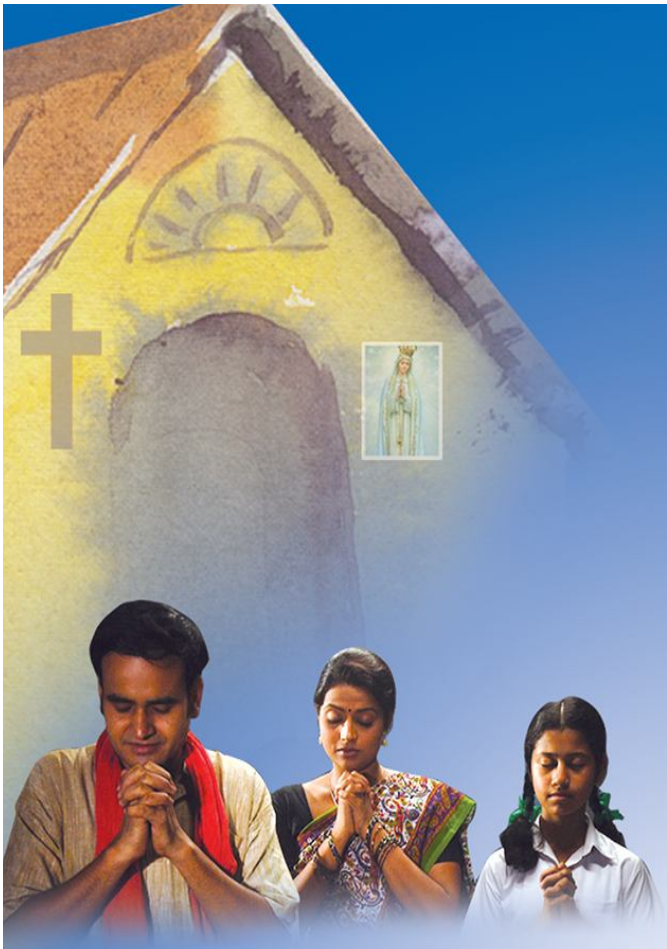

পুনর্মিলনের স্বাদ

সুখী পরিবার গঠনের কৌশল

আমা আ.চিক রাসং মিউজিয়ামের শুভ উদ্বোধন

APARTMENT Booking on going...

Project Name : **Tejgaon Holy Tower**
Plot Location : Holding # 27, Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka-1215
Apartment Size : Unit A : 1460 sft. (Appx)
Unit B : 1375 sft. (Appx)
Unit C: 1475 sft. (Appx)
Project Started : January 01, 2020
Hand Over : 36 month + 3 month
Hotline +8801777418111 &
+8801632006925

Strategical Location:
Central Point of Dhaka City
- Tejgaon Holy Rosary Church
- Holy Cross School & Other Collages
- Hospital Facilities
- Firmgate
- Metro Rail Station
- Bus Station
- Market Place
- Tejgaon Rail Station
- Elevators Express Way

Special Features:
- Rain Water harvesting
- CHINT Solar Powered System
- Electrical Sub Station (Transformer 200KW)
- Fire Fight System
- RCBO-Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection.

Legend:
- Master Bed
- Bed
- Family Living
- Veranda
- Kitchen
- Lift
- Generator
- Children Bed
- Drawing Room
- Dinning
- Bath/Toilet
- Lobby
- Stair
- Car Parking

Srijonee Mary Properties Ltd.
147/E, East Razabazar, Tejgaon
Dhaka-1215

বিজ্ঞ/১৩/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ০৩
২৬ জানুয়ারি - ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১৩ - ১৯ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাস্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সাগর এস কোড়াইয়া

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.wklypratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও চর্চা প্রয়োজন

কৃষ্টি-সংস্কৃতি শব্দদুটো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমার্থক। 'সংস্কৃতি' বলতে বুঝায় মানুষের জীবনাচার। ব্যাপক অর্থে মানুষের গোটা জীবন পদ্ধতিই সংস্কৃতি। মানুষের আটপৌড়ে জীবনের কর্মপ্রবাহই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তবে সংকীর্ণভাবে সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড যেমন কবিতা, গল্প লেখা, নাচ-গান, নাটক-সিনেমা ইত্যাদিকে সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমাদের শত শত বছরের ইতিহাস, লোকাচার, বেশভূষা, জীবনচর্চার বিভিন্ন অনুসঙ্গ ও মূল্যবোধ নিয়েই আমাদের সংস্কৃতি। প্রত্যেক জাতিসত্তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রয়েছে, যেগুলোর প্রকাশের মাধ্যমে নিজের উপস্থিতিকে বিশ্বের কাছে চিহ্নিত করে। সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান দু'টি উপাদান হলো ধর্ম ও ভাষা। ধর্মবোধ, ভাষার জন্য আবেগ-ভালবাসা, পরিচিত-অপরিচিত মানুষকে আপ্যায়ন করা, বিপদে এগিয়ে যাওয়া, গ্রামীণ সহজ-সরল জীবন-যাপন, একসাথে আনন্দ করা ইত্যাদি আমাদের বাঙালী জাতিসত্তার কৃষ্টি-সংস্কৃতি। আমাদের দেশের মধ্যেই বসবাসকারী আদিবাসীদের (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি রয়েছে, যা আমাদের দেশের সম্পদ ও সৌন্দর্য হতে পারে। কিন্তু প্রাধান্য বিস্তারকারী সংস্কৃতির কারণে অনেক সময়ই অন্যান্য কৃষ্টি-সংস্কৃতিগুলো দুর্বল হতে হতে ধ্বংস হয়ে যায়। আর তাই সময় থাকতেই নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও রক্ষা করা দরকার। আর রক্ষা করার সর্বোত্তম উপায় হলো চর্চা করা।

বেশ কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশ মণ্ডলীর বিশ্বাসীবর্গ নিজেদের একটি আর্কাইভ ও যাদুঘরের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে আসছিল। ইতোমধ্যে কাথলিক বিশপ সম্মিলনী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে জাতীয়ভাবে আর্কাইভ তৈরি করতে। কোন কোন ধর্মপ্রদেশও মণ্ডলীর প্রাচীন ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সম্পদ সংরক্ষণ করার জন্য আর্কাইভ ও যাদুঘর তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। গত ১০ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের আমা আ.চিক রাসং মিউজিয়ামের শুভ যাত্রা শুরু হয়েছে। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের জাদুঘর স্থাপনের উদ্দেশ্য গারো আদিবাসীদের জীবনধারা, ভাষা, সংস্কৃতির তথ্য উপাত্ত ও নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন করা। এলাকায় বসবাসরত অন্যান্য বিপন্ন আদিবাসীদের জীবনধারা, ভাষা, সংস্কৃতিও স্থান পেয়েছে এই জাদুঘরে। এছাড়া ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে খ্রিস্টধর্মের আগমন, বিস্তার ও বিবর্তন তথা কাথলিক মিশনারীগণের অবদানের ঐতিহাসিক নিদর্শন ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করার বিষয়টিও সযত্নে তুলে ধরা হয়েছে এই যাদুঘরে। সময়ের প্রয়োজনে এই শুভ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে আমা আ.চিক রাসং মিউজিয়ামের নামও লিপিবদ্ধ হবে।

১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে হতে চলেছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। ইতোমধ্যেই নির্বাচনী জোয়ারে ভাসছে ঢাকা মহানগরী। এবারের নির্বাচনের লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলো হলো - সকল মেয়র প্রার্থীই শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত, সকলেই মহানগরীর সমস্যাগুলো দূর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, নির্বাচনী প্রচার কাজে সকলেই সমানতালে অংশ নিচ্ছেন, ব্যক্তির বিষয়ে বিষোদাগার তুলনামূলক কম, হিন্দু ধর্মের সরস্বতী পূজার দিনে নির্বাচন করার অদূরদর্শি সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য সকল মেয়র প্রার্থীই সোচ্চার ছিলেন, এখনও পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারণা শৃঙ্খলার মধ্যেই রয়েছে। এভাবে রাজনীতিতে গুনগত পরিবর্তন আসলেই দেশ উন্নতির দিকে যাবে। তবে নির্বাচনী প্রচারণাতে সাউণ্ড সিস্টেম ও মাইকের তীব্র আওয়াজে অনেকেরই রাতের ঘুম হারাম হয়ে যাচ্ছে, প্লাস্টিকে মোড়ানো পোস্টারে ছেয়ে গেছে ঢাকা। যেখানে সেখানে ঝরে পড়ে দূষিত করছে পরিবেশ। অধিকন্তু প্রচারণায় সময় কর্মীরা আবর্জনা ফেলছে এবং সৃষ্টি করছে তীব্র যানজট। যে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা সুন্দর শহর ও ওয়ার্ড উপহার দেবার কথা বলছেন তারা তা নির্বাচনী প্রচারণা থেকে শুরু করুক। যা মানুষকে কষ্ট দেয় ও পরিবেশের ক্ষতি করে এমন প্রচারণা বন্ধ করুক। এত কিছুর পরেও সকল দলের অংশগ্রহণে একটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনই প্রত্যাশা করছে ঢাকাবাসী। ✝

"এসময় থেকেই যিশু প্রচার করতে শুরু করলেন; তিনি বলছিলেন: 'মন পরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।" - (মথি ৪:১৭)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.wklypratibeshi.org

তুমি নিমন্ত্রিত

তুমি কি একজন অবলেট সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক হতে চাও?

- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে ।

- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ ।

ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্যে, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্য ।

যদি তুমি হ্যাঁ বল......
তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহন কর ।

তুমি কি অবলেট হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?
তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?

বাংলাদেশ অবলেট সম্প্রদায়ের ফাদারগণ প্রতি বছরের মতো এই বছর **“এসো দেখে যাও”**এর প্রোগ্রামের দিন ও তারিখ নির্ধারণ করেছেন, **১১ মার্চ হতে ৭ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত,** অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা এবং সিলেট ধর্মপ্রদেশের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ায় লক্ষীপুর মিশনে হবে । উল্লেখ্য যে, “এসো দেখে যাও” প্রোগ্রামে যে সকল যুবক যোগদান করবে তাদের জন্য “খ্রীষ্টিয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স” আয়োজন করা হবে । যদি কোন যুবক নিজ ধর্মপ্রদেশে “খ্রীষ্টিয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স” শেষ করে আসে আমরা তাদেরকে সাদর গ্রহণ করব । সেই সাথে যারা বিভিন্ন কারণে যোগ দিতে পারবে না, অনুরোধ করা হচ্ছে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে ।

আগমন: ১১ মার্চ বুধবার, সন্ধ্যা ৫ টার মধ্যে

স্থান: অবলেট জুনিওরেট, ২৪/এ, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

তাহলে যোগাযোগ কর:-

পরিচালক
ফাদার জনি ফিনি ওএমআই
মোবাইল: ০১৭৪১-৮১৬৪৩২

আহ্বান পরিচালক
ফাদার পিন্টু কস্তা ওএমআই
মোবাইল: ০১৮৪৮-১৫৬৬৭০, ০১৭৪২২৪৯২৪২

বিপ/২৬/২০

The Christian Cooperative Credit Union Ltd., Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, East Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka-1215
Tel: 9123764, 9139901-2, 58152640, 58153316, Fax: 9143079
E-mail: cccu.ltd@gmail.com, Website: www.cccul.com
Online News:dhakacreditnews.com, Online TV:dctvbd.com

Re-Advertisement for IELTS Course

We are very happy to inform everyone that we are going to start our 21st IELTS batch. The course details are as follows:

Focus area of the course	: Speaking, Listening, Writing & Reading
Course starting date	: 15 February, 2020
Duration of the course	: 2 months
Course fee	: Tk. 6500
Admission fee	: Tk. 10
Admission form	: Tk. 10
Class Schedule	: Weekly 3 days (Saturday, Monday, Wednesday 6:00 pm - 8:00 pm)
Collection of form	: Reception desk of the Credit Union.
Last day of admission	: 13 February, 2020
Admission eligibility	: Any students/youth can get admission (All Community).

- ❖ Those who want to move abroad for higher education will get preference.
- ❖ The Minimum education qualification is S.S.C.
- ❖ The course is taken by highly experienced teacher.
- ❖ Students must be attending 90 % of the total classes.

Admission is open every working day during office hours.

Pankaj Gilbert Costa
President
The CCCU Ltd., Dhaka

Ignatious Hemanta Corraya
Secretary
The CCCU Ltd., Dhaka

বিপ/২৬/২০

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
২৬ জানুয়ারি - ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

২৬ জানুয়ারি, রবিবার
ইসাইয়া ৮: ২৩-৯:৩, সাম ২৭: ১, ৪, ১৩-১৪, ১ করি ১: ১০-১৩, ১৭, মথি ৪: ১২-২৩ (অথবা ১২-১৭)

২৭ জানুয়ারি, সোমবার
সাধ্বী আঞ্জেলা মেরিচি, কুমারী, স্মরণ দিবস
২ সামুয়েল ৫: ১-৭, ১০, সাম ৮৯: ১৯-২১, ২৪-২৫, মার্ক ৩: ২২-৩০
বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু'র পদাভিষেক দিবস

২৮ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
সাধু টমাস আকুইনাস, যাজক ও আচার্য, স্মরণ দিবস
২ সামুয়েল ৬: ১২খ-১৫, ১৭-১৯, সাম ২৪: ৭-১০, মার্ক ৩: ৩১-৩৫

২৯ জানুয়ারি, বুধবার
২ সামুয়েল ৭: ৪খ-১৪, সাম ৮৯: ৩-৪, ২৬-২৯, মার্ক ৪: ১-২০

৩০ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
২ সামুয়েল ৭: ১৮-১৯, ২৪-২৯, সাম ১৩২: ১-৫, ১১-১৪, মার্ক ৪: ২১-২৫

৩১ জানুয়ারি, শুক্রবার
সাধু জন বস্কো, যাজক, স্মরণ দিবস
২ সামুয়েল ১১: ১-৪ক, ৫-১০ক, ১৩-১৭, সাম ৫১: ১-৫, ৮-৯, মার্ক ৪: ২৬-৩৪

১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
শনিবারে ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
২ সামুয়েল ১২: ১-৭ক, ১০-১৭, সাম ৫১: ১০-১৫, মার্ক ৪: ৩৫-৪১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৬ জানুয়ারি, রবিবার
+ ১৯০৬ মাদার মেরী অফ দ্য ক্রশ পিসিপিএ
+ ১৯২০ সিস্টার ফিন্টান আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৭ মন্সিনিয়র জর্জ ব্রিন সিএসসি

২৭ জানুয়ারি, সোমবার
+ ১৯১৪ সিস্টার এম.ইউলালি আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯২৮ ফাদার এমিলিও পিগোনি পিমে
+ ১৯৯৫ সিস্টার কানন ফ্লেরেন্স গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ সিস্টার বাসন্তী রেবেকা গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)

২৮ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৫৫ সিস্টার এম. স্কলাস্টিকা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী জেভিয়ার এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৩ ব্রাদার ব্রুনো, দ্রি, এসএক্স (খুলনা)

৩০ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯২৪ ফাদার আলবের্তো কাজ্জানিগা, পিমে
+ ১৯৯৮ ফাদার আন্দ্রে পিকার্ড, সিএসসি

৩১ জানুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৬৮ সিস্টার মেরী রিতা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৯৮ সিস্টার মার্গারেট মুর্মু, সিআইসি (দিনাজপুর)

১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৪৭ ব্রাদার আব্রাহাম বেক (দিনাজপুর)
+ ১৯৬১ ফাদার লুইস ফেইনো, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ ফাদার এডওয়ার্ড ম্যাসার্ট, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফাদার টেরেন্স ড্যানিয়েল কেনার্ক, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফাদার বার্টান্ড রড্রিক্স (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৪ সিস্টার অ্যালেক্সিস আর্সেনল, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ ফাদার জেরোম মানখিন (ময়মনসিংহ)

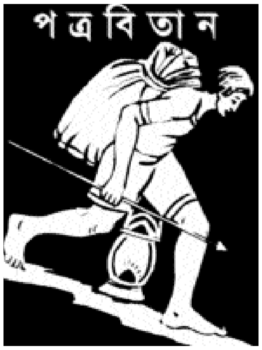

'শিশু শিক্ষার দারিদ্র্যতা' বিমোচনে প্রয়োজন শিক্ষিত মা

শিশু শিক্ষার দারিদ্র্যতা বিমোচনে শিক্ষিত মায়ের ভূমিকা অত্যাবশ্যক। বর্তমানে শিশু শিক্ষার দারিদ্র্যতা বহুমাত্রিক দারিদ্র্যতার মধ্যে অন্যতম ও আলোচিত একটি বিষয়। যা সমাজে বহুমাত্রিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে ক্ষেত্রে পরিবারের শিক্ষিত পিতা-মাতা এবং সদস্যদের শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য করণীয় ও দায়িত্ব অসীম। যদিও একজন শিশুর শিক্ষার দারিদ্র্যতা বিমোচনে পরিবারে শিক্ষিত মায়ের ভূমিকাই মূখ্য। একজন শিশুর মেধা ও মনন বিকাশে এবং সুশিক্ষায় শিক্ষিতকরণে শিক্ষিত মা অনন্য ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশুদের হাতেখড়ি হয় মায়েদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে। তবে সেই মা যদি নিজে শিক্ষিত হয়, তবে তা তার সন্তানের জীবনেও সুফল বয়ে আনে। কেননা, একজন শিক্ষিত মা-ই জানেন তার শিশুকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা। শিক্ষিত মা একজন সচেতন ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির পরিচয় বহন করে। কারণ একজন শিক্ষিত মা নিরক্ষর মায়ের চেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার শিশু সন্তানকে শিক্ষিত করার তাগিদ বোধ করে থাকেন। পরিবারে শিশু শিক্ষার দারিদ্র্যতা বিমোচনে নিরক্ষর মায়ের চেয়ে একজন শিক্ষিত মা অধিক সচেতনতা ও বিচক্ষণতার সাথে শিশু সন্তানকে প্রথম শিক্ষার পাঠ পড়াতে ও বোঝাতে সক্ষম। শিশুদের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পূর্বেই পরিবারে শিক্ষিত মায়েরা তাদের শিশু সন্তানকে বিভিন্নভাবে হাতেখড়ি দিয়ে থাকেন। যা পরবর্তীতে নিরক্ষর মায়ের শিশুর চেয়ে শিক্ষিত মায়ের শিশুর শিক্ষায় দ্রুত অগ্রগতি লাভে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একজন শিক্ষিত মায়ের শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয় তার শিশু সন্তানেরা। কাজেই বলা যায়, শিক্ষিত মা-ই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সকল প্রতিকূলতা দূর করে তার জীবনে শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারে।

একজন শিশুর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে শুধু পুষ্টিসম্মত খাবার ও পরিচর্যাই যথেষ্ট নয় বরং শিক্ষারও প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে একজন শিক্ষিত মা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষিত মা পরিচর্যার পাশাপাশি শিশুকে শিক্ষাও দান করে থাকে। শিক্ষিত মায়েরা শিশুদের পড়াশুনা করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে। নিরক্ষর মায়েরাও অভাবের তাড়নায় নিরূপায় হয়ে সন্তানদের পড়াশুনা না করিয়ে শ্রমের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যা শিশুদের শুধু নূন্যতম শিক্ষা থেকেই বঞ্চিত করছে না বরং তাদের জীবন থেকে সুন্দর শৈশবও কেড়ে নিচ্ছে। এছাড়াও শিক্ষা দারিদ্র্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই একজন মায়ের শিক্ষিত হওয়াটাও অত্যন্ত জরুরী। অন্য দিকে, নিম্নবিত্ত পরিবারের বেশিরভাগ শিশুরাই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ও অবহেলিত। শিশুদের শিক্ষিত হবার ইচ্ছে ও আহ্লাদ দারিদ্র্যতার বেড়াজালে পড়ে অপূর্ণই রয়ে যায়। এমনও কিছু পরিবার আছে যারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল কিন্তু শিক্ষার বিষয়ে গোড়ামী ও কুসংস্কার থাকার ফলে অনেকেই শিশুদের শিক্ষাদানে আগ্রহী নন। তাছাড়া দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ খুবই ক্ষীণ। তাই এ ক্ষেত্রে শিশুদের শিক্ষাদানে মা-কেই উদ্যোগী হতে হবে। আর সেই উপলব্ধি থেকেই হয়ত নেপোলিয়ন বলেছিলেন, "আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দান করব।" সত্যিকার অর্থেই শিক্ষিত ও আলোকিত জাতি গড়তে হলে, শিক্ষিত ও আলোকিত মায়ের অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষিত শিশুদের ওপরই নির্ভর করে জাতির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত নির্মাণ। যতদিন শিশুরা নিরক্ষর থাকবে, ততদিন জাতি তথা দেশের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কাজেই শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিশুবান্ধব নীতিমালা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হবে। কেননা শিক্ষা দারিদ্র্যতাকে প্রতিনিয়ত জিইয়ে রাখার নেপথ্যে কাজ করছে নিরক্ষরতা। যা কোনভাবেই দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। তাই আসুন শিশু শিক্ষার পাশাপাশি মায়ের শিক্ষা জোরদারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হই।

জাসিন্তা আরেং
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি

সাধারণকালের ৩য় রবিবার

১ম শাস্ত্রপাঠ : ইসা: ৮:২৩-৯:৩

২য় শাস্ত্রপাঠ : ১ করি: ১:১০-১৭

মঙ্গলসমাচার : মথি ৪:১২-১৭

অন্ধকারের আলো প্রভু যিশু

একবার একদল পর্যটক একটি গুহা পরিদর্শন করতে গিয়েছেন। তারা যখন গুহার গভীর নীচে প্রবেশ করেছেন এমন সময় হঠাৎ বিদ্যুত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে গুহার ভিতরে নেমে এসেছে গভীর অন্ধকার। দলের মধ্যে ছিল ৫ বছরের একটি মেয়ে এবং ৮ বছরের একটি ছেলে। মেয়ে শিশুটি অন্ধকারের ভয়ে হঠাৎ কান্না শুরু করে দিয়েছিল। গুহার অন্যান্য দর্শনার্থীরা কান্না শোনার সাথে সাথে আরও শুনতে পেলেন ৮ বছরের শিশুটি ৫ বছরের বোনকে বলছে, "কান্না করো না, উপরে একজন আছেন তিনি আমাদের আলো দেখাবেন" *(সংগৃহিত)*।

আজকের প্রথম শাস্ত্রপাঠ ও মঙ্গলসমাচারের ঘটনাগুলো এই গল্পের সাথে মিল দেখতে পাই। জর্ডন নদীর অন্য পাড়ের গালিলেয়ার জাবুলোন্ ও নাফ্তালি অঞ্চলের মানুষ যখন ক্ষুধা, অত্যাচার, নির্যাতন, দূর্নাম, সঙ্কট ও তমসার যন্ত্রণায় ভুগছিল তখন প্রবক্তা ইসাইয়া তাদের এই কথাই বলেছিলেন, "আহা, জাবুলোন্ দেশ, নাফ্তালি দেশ, সমুদ্রপথের সেই দেশ, জর্ডন নদীর ওপারের সেই দেশ! আহা, বিজাতীয়দের অঞ্চল সেই গালিলেয়া!... যে জাতির লোকেরা এতদিন পড়েছিল অন্ধকারে, তারাই আজ দেখেছে এক মহান আলোক। মৃত্যুর দেশে মৃত্যুর ছায়ায় পড়ে ছিল যারা, তাদেরই ওপর হয়েছে আজ আলোর উদয়" *(ইসা: ৯:১; মথি ৪:১৫-১৬)*।

মাত্র কিছুদিন পূর্বে আমরা বড়দিন পালন করেছি; যিনি জগতের অন্ধকার নাশ করতে এ জগতে এসেছেন, সেই প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন স্মরণ করেছি। তিনি জগতের আলো, যে আলো দেখে পণ্ডিতগণ তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তাকে চিনতে পেরে তাকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন, এমনকি মহামূল্যবান উপহার সামগ্রী প্রদান করে তার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দেখিয়েছিলেন। আমরাও নানান আয়োজন উৎসবের মধ্য দিয়ে জগতের আলো প্রভু যিশু খ্রিস্টকে আমাদের অন্তরের অন্ধকার দূর করতে হৃদয় মন্দিরে বরণ করে নিয়েছি। বড়দিনের মিলন, আনন্দ ও উৎসবের আমেজ কাটতে না কাটতে, আজ আমরা সেই আলোরই বিষয়ে পুনরায় শুনতে পেরেছি এবং আলোরই বিষয়ে ধ্যান করার সুযোগ পেয়েছি। সত্যিকার অর্থেই কি আমাদের অন্তরের অন্ধকার দূর হয়েছে? আমরা কি আসলে আলোকে খুঁজে পেয়েছি? আমরা কি আলোর সন্তান হয়ে আলোকিত মানুষ হয়েছি? এবারের বড়দিন কি সত্যিই মিলন, একতা, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির এবং আলো ও আনন্দের হয়েছে? আমাদের পরিবারগুলো কি সত্যিই আলোর সন্ধান পেয়েছে?

দ্বিতীয় শাস্ত্রপাঠে সাধু পল, বছরের শুরুতেই তার বাণীর মধ্যদিয়ে আমাদের দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন আমরা কিভাবে আলোর মানুষ হতে পারি। তিনি বলছেন, "ভাই, তোমাদের কথাবার্তায় যেন একটা মতৈক্যের ভাব ফুটে ওঠে, তোমাদের মধ্যে যেন বিন্দুমাত্র দলাদলি না থাকে, বরং একই মনোভাব, একই বিচার-বিবেচনার বন্ধনে তোমরা যেন সম্পূর্ণ এক হয়ে ওঠ" *(১ করি: ১:১০)*।

ঈশ্বর তনয়, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট, এ জগতে আসার পূর্বে জগত তমসার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। গল্পের সেই গুহার গভীর অন্ধকারের মত। ৫ বছরের সেই শিশুটির মত ইস্রায়েল জাতির বহু মানুষ এভাবেই কান্না করেছিল। ৮ বছরের সেই বড় ভাইয়ের মত যুগে যুগে বহু প্রবক্তা ইস্রায়েল জাতিকে এইভাবেই আশার বাণী শুনিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিল। প্রবক্তাদের সেই সান্ত্বনার বাণী সত্য হলো। জগতের অন্ধকার দূর করতে এ জগতে আলো নেমে এলো।

ইস্রায়েল জাতির মত আমাদের জীবনেও মাঝে-মাঝে আলো নিভে যায়। আমরা হতাশা ও তমসার অন্ধকারে নিমজ্জিত হই। আমরাও ভয় পাই, ভেঙ্গে পড়ি, কান্না করি, পথ খুঁজে পাই না। আমরা অন্যের দ্বারা প্রত্যাখাত হই, অসুস্থতা হই; কাজে-কর্মে, পড়া-শুনায়, নেতৃত্বে বিফল হই; পারিবারিক ঝগড়া, মামলা, সন্দেহ, ভুল বুঝাবুঝি আমাদেরকে অন্ধকারের অভিজ্ঞতা দান করে। আসলে আমাদের জানতে হয় উপরে একজন আছেন, যিনি আমাদের আলো দেখাবেন। এই বিশ্বাস, ভক্তি ও মনোভাব আমাদের নতুন জন্ম দিবে; প্রবক্তা ইসাইয়ার বাণী এবং সাধু মথির মঙ্গলসমাচার আমাদের প্রেরণা, চেতনা ও শক্তি।

যিশু আজ আমাদের আহ্বান করছেন, "তোমরা মন ফেরাওঃ স্বর্গরাজ্য এখন খুব কাছেই" *(মথি ৪:১৭)*। যিশু, হতাশার মাঝে আশা, অসত্যের মাঝে সত্য আর অন্ধকারের মাঝে আলো জ্বালাতেই এ জগতে এসেছেন এবং সর্বত্র এই বাণীই প্রচার করেছেন। সাধু পল আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, যেন আমরাও বিবাদ-বিতণ্ডা ভুলে পরস্পরকে প্রেম করি এবং পরস্পরের নিকট আলো হয়ে ওঠি, পরস্পরকে আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্য সর্বদা যেন কাজ ও প্রচার করি॥ ❑

পুনর্মিলনের স্বাদ

সিস্টার মেরী জেনেভী এসএমআরএ

"কিগো সুগন্ধারাণী তোমাকে খুব খুশী খুশী লাগছে ?"। রাস্তার ধারে দোকানে বসে থাকা সচেতন বাবু নিজ আগ্রহেই এই প্রশ্নবোধক বাক্যটি জিজ্ঞাসা করতেই সুগন্ধা রাণী হাস্যোজ্জ্বল মুখে খুব বেশি খুশী খুশী লাগার বিশদ বিবরণ গল্পের আকারে নিম্নরূপ ব্যাখায় বললেন, "সত্যি কাকা; আজ আমার মনে অনেক আনন্দ, হৃদয়ে প্রশান্তি। কারণ আজ আমি ক্ষমা চেয়েছি এবং ক্ষমা পেয়েছি, ক্ষমার আনন্দে ভাসছে আমার দেহ, মন। সত্যিকারের ক্ষমা চাওয়া, দেওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে এতো আনন্দ আগে কখনোই এভাবে হৃদয়াঙ্গম করিনি। আমি যেন বড়দিনের পূর্ণ স্বাদ পেয়েছি। সত্যিকারের পাপস্বীকার আমাকে সুস্থ করেছে, দিয়েছে শান্তি। এবারের বড়দিন আমার জীবনে হবে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম বড়দিন। তাই মনের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে বড়দিনের সেই গান, আজ এলো সেই বড়দিন/প্রাণে আজ বাজে বীণ/রঙীন স্বপ্ন উঠে জাগিয়া/ছন্দে ছন্দে উঠে মাতিয়া। বুঝলেন কাকা; আর এই ক্ষমা চাওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছি আজকে রবিবারের বাণীপাঠ শোনে; যেখানে যোহনের বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল প্রবক্তা ইসাইয়ার বাণীগ্রন্থের সেই মন পরিবর্তনের বাণী, "তোমরা প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত করে রাখ, সোজা সরল করে তোল তাঁর আসার পথ! সমস্ত গিরিখাদ ভরিয়ে তোলা হোক, সমস্ত গিরিপর্বত নিচু করে দেওয়া হোক! যা-কিছু আঁকা-বাঁকা, তা সোজা সরল হোক; চলার বন্ধুর পথ হয়ে ওঠুক মসৃণ সমান! তখনই তো রক্তমাংসের মানুষ ঈশ্বরের ত্রাণকর্ম দর্শন করবে। কাল্‌-সাপের জাত তোমরা! যে-দারুণ ক্রোধ নেমে আসছে, তার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবার বুদ্ধি কে দিল তোমাদের? বেশ তো, তোমাদের যে মনের পরিবর্তন হয়েছে, তা কাজকর্মেই প্রমাণ কর" *(লুক: ৩ ৪-৬, ৭-৮)*। এসব বাণী আমার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, হৃদয় গহীনে সঞ্চিত রাখা অনেক দিনের রাগ, ক্রোধের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি আমার হৃদয়ের ভিতরে জমে থাকা পাপের কথা, অন্যের সাথে বিবাদের কথা, ঝগড়ার কথা, অন্যকে ক্ষমা না করার কথা। এবছর নিয়ে ৫ বছর হবে। কতবার যে চেষ্টা করেছি হৃদয়ের গোপনে লুকিয়ে থাকা দানবগুলোকে মারার জন্য কিন্তু হয়ে উঠেনি ও পারিনি। যার কারণ ধুঁকে ধুঁকে কষ্ট পেয়েছি তবু নিজের দাম্ভিকতাকে বিসর্জন দিতে পারিনি। তবে হ্যাঁ এর জন্য যে প্রচুর সাহস প্রয়োজন তা আমি ঠিকই উপলব্ধি করেছি ও টের পেয়েছি। কারণ ক্ষমা করা এতো সহজ না, আবার ক্ষমা করা সহজ হলেও ভুলে যাওয়া কিন্তু সহজ না। এই একটি মাত্র কারণে বিগত ৫ বছরের বড়দিনের আনন্দগুলো মাটি হয়েছে। তবু বিষয়টি সমাধান করতে পারিনি। এই আগমনকালের আজকেই তার সমাধান করতে পেরেছি। বয়সও তো কম হলো না কখন যে পরপারে চলে যেতে হবে কে জানে। তাই শেষবারের মতো হলেও এবারের বড়দিন ভালভাবে, আনন্দ মনে, ক্ষমার শান্তি নিয়ে করতে পারবো সেই চিন্তাই বেশ ফূর্তি লাগছে।" সচেতন কাকা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা সুগন্ধারাণী তা কাকে, কেন, ক্ষমা করতে পারনি কিন্তু আজ আবার করতে পারলে?" সুগন্ধারাণী আবার বলতে লাগলেন, "বিষয়টা ছিল খুবই সামান্য; পাশের বাড়ির এক দিদিকে ক্ষমা করতে পারছিলাম না। একবার দিদির সন্তান আর আমার সন্তানের মধ্যে একটু ঝগড়া হয়েছিল আর সেই ঝগড়া সন্তানের মাধ্যমে মায়েদের মধ্যে এসে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল। সেই কারণেই পাশের বাড়ির সাথে আমার দা-কুমড়া সম্পর্ক তৈরী হয়। যে পরিবারের সাথে এমনই মিল ছিল যে; কোন কিছু রান্না হলেই দু'পরিবার মিলে খেতাম, সহভাগিতা করতাম; কিন্তু সামান্য ঝগড়ার কারণে সেই সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে। তবে এখানে একটা বিষয় কিন্তু লক্ষ্যণীয়; যে শিশুদের জন্য এতো কিছু ঘটে গেল তারা কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ভুলে গিয়ে খেলা-ধুলা শুরু করেছে এবং মিলিত হয়েছে এবং এখনো অনেক মিল। কিন্তু আমার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল সেই ক্রোধের আগুন। আর যে আগুনেই জ্বলে পুড়ে মরছিলাম আমি একটিমাত্র মানুষ। আর আজই তার সমাধান হলো। এই আগমনকালে পবিত্র বাইবেলের বাণী, ফাদারের উপদেশ, নিজের হৃদয়-মনকে স্পর্শ করেছে। যার কারণে মন পরিবর্তন করে খ্রিস্টযাগের পরই ফাদারের কাছে গিয়ে পাপস্বীকার করেছি। ফাদার সুন্দর করে যিশুর কথা দিয়ে আমাকে বুঝালেন। বললেন, "সেই সময় যিশু বলে ওঠলেন, পিতা, ওদের ক্ষমা কর! ওরা যে কী করছে, ওরা তা জানে!" *(লুক ২৩: ৩৪)*। "প্রভু, আমার ভাই আমার প্রতি বারবার অন্যায় করলে তাকে আমায় কতবার ক্ষমা করতে হবে? সাত সাতবার"? যিশু উত্তর দিলেন: "আমি বলছি, সাতবার কেন, বরং সত্তরগুণ সাতবার" *(মথি ১৮: ২১-২২)*। ফাদারের কাছে পাপস্বীকার ক'রে ফাদারের কথানুসারে তখনই পাশের বাড়ির দিদির কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছি, দিদি আমাকে ক্ষমা করেছেন। মনে হচ্ছে বুক থেকে ৫ মণ ওজনের পাথর আজ সরে গেল। বুঝলেন কাকা; সেই কারণেই আজ আমার মনে এতো আনন্দ, তাইতো খুশিতেই বলতে ইচ্ছে করছে, আসুন ক্ষমা করি ক্ষমা পাই পবিত্র সুন্দর মন নিয়ে যিশুর জন্মদিন পালনে এগিয়ে যাই"। সুগন্ধারাণীর পাপস্বীকার ও মন পরিবর্তনের কাহিনী শুনতে শুনতে সচেতন বাবুর বহু দিনের পুরানো স্মৃতি মনে পড়ে গেল। স্মৃতিটা সুগন্ধারাণীর মতোই। কাকার বিবেকও তাড়া দিচ্ছে তা শুধরানোর। অন্যথায় মনে হচ্ছে এবারের বড়দিন সার্থক হবেনা, প্রস্তুতি ও আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে। তাই তিনিও ভাবছেন সুগন্ধারাণী যা করেছেন তা নিজের জীবনে অনুসরণ করবেন। যেই কথা সেই কাজ। তখনই দোকান বন্ধ করে গির্জার দিকে রওনা হলেন...॥ ❑

সুখী পরিবার গঠনের কৌশল

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

পরিবার হল পৃথিবীর সবচেয়ে আদিম প্রতিষ্ঠান। পরিবার শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে ও মেয়ে যখন ধর্মীয় বিধান অনুসারে একত্রে থাকার সংকল্প করে তখনই তারা পরিবার গঠন করে। পরিবারকে সুখী সুন্দর করার জন্যে তারা স্বপ্ন দেখে অথচ সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে অল্প লোকই জানে। এর ফলশ্রুতিতে দেখা যায় হতাশা-নিরাশা, বিভেদ-বিচ্ছেদ। পরিবার মিলন সমাজ। আমরা যেন পরিবারে মিলনের মধ্যে থাকি, সুখী সুন্দর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করি। পরিবারকে সুখী সুন্দর করতে হলে পরিবারে কিছু গুণাবলীর চর্চা করতে হবে এবং কিছু ছোট-ছোট কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এ লেখায় এ সম্পর্কেই আলোকপাত করা হল।

একে অন্যকে ভালবাসা- পরিবার গঠন করা হয় ভালোবাসার কারণে। একজন পিতা মাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তারা তাদের ভালবাসা আদান প্রদান করেন। ভালবাসার জন্যেই তারা সারাজীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একসাথে থাকার জন্যে। কোন বিল্ডিং এর ভিত যত বেশি মজবুত হয় বিল্ডিং যত বেশি দিন পর্যন্ত টিকে থাকে। তেমনি পরিবারের ভিত হল ভালোবাসা। পরিবারে স্বামী, স্ত্রী সন্তানদের মধ্যে যত বেশি ভালবাসা আদান প্রদান হবে পরিবার তত বেশি সুন্দর হবে। পরিবার গঠনের পূর্বে লক্ষ্য করা যায় একে অন্যের প্রতি অনেক ভালবাসা, টান কিন্তু দাম্পত্য জীবন যখন শুরু হয় তখন ভালবাসার ঘাটতি দেখা যায়। এর কারণ হল যখন এক সাথে থাকা হয় তখন একে অন্যকে কাছে থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে আবিষ্কার করা হয় তাই ব্যক্তির ভাল এবং মন্দ দিক একে অন্যের সামনে প্রস্ফূতি হয়। তাই একে অন্যকে এত বেশি আর ভাল লাগে না, একে অন্যের প্রতি অনেক বেশি আকর্ষণ অনুভূত হয় না। যতই সমস্যা থাকুক না কেন। তবুও ভালবাসার চর্চা পরিবারে করতে হয়। আমাদের খ্রিস্টীয় বিবাহের সবকিছু ঠিক থাকলে তা অবিচ্ছেদ্য এই কথা মনে রাখতে হয়। ভলবাসা নিত্য সহিষ্ণু। ভালবাসা স্নেহকোমল। ভালবাসা কখনও বড়াই করে না। উদ্ধত হয় না।

বিশ্বস্ততা- পরিবারের একটি বিশেষ গুণ হল বিশ্বস্ত থাকা। আমি যদি আমার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকি তাহলে সেও বিশ্বস্ত থাকবে। বিশ্বস্ততা একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়ায়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বস্ততা একান্তভাবে দরকার। যখন একজন অবিশ্বস্ত

থাকে তখন আরেকজনকেও সে অবিশ্বস্ত মনে করে। কারণ ব্যক্তি যেমন সে তেমনিভাবে অন্যকে চিন্তা করে। যেখানে বিশ্বস্ততা থাকে সেখানে সন্দেহের স্থান থাকতে পারে না। অবিশ্বস্ততার কারণে পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে, বিচ্ছিন্নতায় জীবন যাপন করছে। সন্দেহ হল পরিবারের জন্য বিশেষ একটি বিষ যা পরিবারকে আস্তে-আস্তে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তাই সুখী পরিবার গঠন করতে হলে সন্দেহকে পরিবার থেকে বা নিজের মন থেকে বাদ দিতে হবে। কেউ যদি বিয়ের পূর্বে অবিশ্বস্ত থাকে বা অবৈধ সম্পর্কও থাকে। বিয়ের পর থেকেই এ বদঅভ্যাস বাদ দিতে হবে। অন্যের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক থাকা হল অনৈতিক এবং পাপ। এ চেতনা আমাদের মনের মধ্যে রাখতে হয়। বিবাহের শপথের কথা মনে রেখে একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে।

সহভাগিতা- পরিবারকে সুখী সুন্দর করতে হলে পরিবারে সহভাগিতা একান্তভাবে দরকার। পরিবারে যৌন জীবনের মধ্য দিয়ে ভালবাসা আদান-প্রদান হয়। দু'জনেরই একে অন্যের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখতে হয়। মিলন দু'জনই চায় কিনা সে দিকে নজর দিতে হয়। দাম্পত্য জীবনে এটা তাদের দায়িত্ব। একজন যদি চায় অন্যজন যদি না চায় বা জোর করে সে কাজ করে তাহলে তা ধর্ষণের পর্যায়ে পড়ে। যৌন জীবন সম্পর্কে দু'জনেরই খোলামেলা আলাপ করতে হবে। এক্ষেত্রে দু'জনের যেন সহযোগিতা থাকে। যে কোন খাবার রান্না হলে যেন একজন আরেকজনের জন্যে দরদবোধ থাকে। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অন্যের মতামত পরামর্শকে গ্রহণ করতে হয়। যখন দু'জনে সবকিছুতে সহভাগিতা করবে তখন তাদের পরিবার সুখী পরিবার হয়ে ওঠবে।

নম্র হওয়া- পরিবার গঠন করার উদ্দেশ্য হল পরিবারে একে অন্যের সেবা করা। পরিবারে একজন কিছু বললে অন্যজনকে নম্র সহকারে গ্রহণ করতে হয়। ফলভারে বৃক্ষ যখন হয় অবনত সেই ফল খেয়ে অন্যেরা হয় উপকৃত। পরিবারের কর্তা-কর্তীর যতই জ্ঞান থাকুক না কেন তা সেবা দেয়ার জন্য। একজন যদি ভাবে আমি সর্বেসর্বা। আমার কথাই একমাত্র শেষ কথা। অন্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তাহলে ওই পরিবার সুন্দর পরিবার হবে না। ভয়ে ব্যক্তির কথা মেনে নিলেও পরিবারে শান্তি আনন্দ থাকবে না। পরিবারের ব্যক্তির মধ্যে অহংকার থাকলে পরিবারের পতন ঘটতে পারে। পরিবারে একজন সবকিছু করলে সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হতে পারে। সবাই মিলে সিদ্ধন্ত গ্রহণ করলে সবাই আনন্দ মনে কাজ করবে। একজনের সিদ্ধান্ত হলে ভুল হলে সারা পরিবার কষ্টের মধ্যে পড়তে পারে।

ক্ষমা করা - পরিবারের বড় একটা দিক হল একে অন্যকে ক্ষমা করা। যখন পরিবার গঠন করা হয় তখন দুই মেরু অর্থাৎ দুটো জগৎ এক সাথে আসে তখন দ্বন্দ্ব হওয়াটাই স্বাভাবিক। এক সাথে থাকার মধ্য দিয়ে ভুল বুঝাবুঝি হওয়াটাও স্বাভাবিক। একজন অন্যায় করলে আরেকজনকে ক্ষমা করতে হবে। যিশু নিজেই বলেছেন- তোমার ভাইকে তুমি সত্তর গুণ সাতবার ক্ষমা করবে। অর্থাৎ যখনই তোমার ভাই অন্যায় করবে নম্র হয়ে অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা চাইবে তখনই তাকে ক্ষমা করতে হবে। ক্ষমা মানুষকে অনন্তে নিয়ে

যায়। আমি ক্ষমা করলে ঈশ্বরও আমাকে ক্ষমা করবেন। সুখী পরিবার গঠন করতে হলে পরস্পর ক্ষমা করতে হবে। প্রবাদ আছে-ভুল করা মানবীয়, ক্ষমা করা স্বর্গীয়। আমরা সবাই স্বর্গের পথের যাত্রী। তাই আমাদের ক্ষমা করতে হবে।

পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ- পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পরিবারকে সুন্দর করতে সহায়তা করে। একজন যেমনই হোক না কেন পরিবারে তাকে মর্যাদা দিতে হবে। যার যতটুকু সম্মান দরকার তাকে ততটুকু সম্মান দিতে হবে। একজন আরেকজনকে দ্রব্য হিসেবে না দেখে ব্যক্তি হিসেবে দেখতে হবে। আমি অন্যকে সম্মান করলে আমি অন্যের কাছ থেকে সম্মান পাব। যিশুর নির্দেশ হল-আমি অন্যের কাছ থেকে যে ব্যবহার আশা করি অন্যের প্রতি যেন সেই ব্যবহার করি। তাই পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্মান দেখানো সুখী পরিবার গঠনের বিশেষ একটি দিক।

ধৈর্য ধরা - সুখী পরিবার গঠন করতে হলে ধৈর্য একান্তভাবে দরকার। ধৈর্যের ফল তৎক্ষনাৎ তেতো হলেও পরবর্তিতে মিষ্ট। পরিবারে ছোট খাট বিষয়ে অনেক ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়। অনেক কথা হজম করতে হয়। আবার অনেক কথা গোপন রাখতে হয়। এগুলো সব ধৈর্য সহকারে করতে হয়। যখন পরিবারে একজন কথা বলে অন্যজনকে তখন ধৈর্য সহকারে শুনতে হয়। একজন রাগান্বিত হলে অন্যজনকে নিরব থাকতে হয়। অন্যজনও যদি কথা বলে তাহলে পরিবারে অশান্তির আগুন জ্বলবে। পরিবারে যত বেশি ধৈর্য ধরবে পরিবার তত বেশি সুন্দর হবে।

আধুনিক যন্ত্রের সৎ ব্যবহার-বর্তমান যুগ হল ডিভাইসের যুগ। এই যন্দ্রগুলো পরিবারে সৎ ব্যবহার করতে হয়। সৎ ব্যবহারের অর্থই হল যেভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন সেই অনুসারে তা ব্যবহার করা। এই যন্ত্রের অপব্যবহারের ফলে দেখা যায় পরিবারের মধ্যে সন্দেহ, দ্বন্দ্ব, বিচ্ছিন্নতা। তাই যন্দ্রের সদ্ব্যহারের দিকে আমাদের নজর দিতে হয়।

পরিবারকে সুখী সুন্দর করতে আমরা ছোট ছোট কিছু কিছু কৌশল অবলম্বন করা যায়। যা পরিবারকে সুন্দর ও সুখী করতে সহায়তা করতে পারে।

উৎসব উদ্‌যাপন করা-আমাদের প্রত্যেকর জীবনেই কিছু কিছু উৎসব আছে। জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, জুবিলী এই উৎসবগুলো আমরা একটু গুরুত্ব দিয়ে পালন করতে পারি। এই উৎসব পালন করার মধ্য দিয়ে আমরা সামনের দিকে পথ চলার অনুপ্রেরণা পাব। যদি সম্ভব হয় উৎসব পালনের সময় কয়েকজন অতিথিদের নিমন্ত্রণ করা যেতে পারে। তা সম্ভব না হলে আমরা নিজেরাই ঘরোয়াভাবে উৎসব পালন করতে পারি। এর মধ্য দিয়ে পরিবারে বৈচিত্র্যতা আসবে। আনন্দ বৃদ্ধি পাবে। পরিবার সুন্দর হবে।

উপহার প্রদান করা- যে কোন উপলক্ষে বা এমনি যে কোন সময় আমরা একে অন্যকে উপহার প্রদান করতে পারি। উপহার প্রদান করলে ব্যক্তি এমনিতেই বুঝতে পারবে একজন আরেকজনকে ভালবাসে। একজন আরেকজনের প্রতি টান আছে। দরদবোধ আছে। একটা ছোট চকলেট হতে পারে একটা ক্লিপ, ফুল হতে পারে। এই ছোট উপহারের মধ্য দিয়ে একে অন্যের আরও কাছে আসবে। পরিবারের দাম্পত্য প্রেম প্রবাহকে আরও বৃদ্ধি করবে।

কাজের প্রশংসা বা স্বীকৃতি দেয়া- প্রত্যেকজন ব্যক্তি তার কাজের স্বীকৃতি চায়। যখন পরিবারে কেউ ভাল কাজ করবে তাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। স্বীকৃতি দিলে পরবর্তিতে সে আগ্রহ ভরে আরও সুন্দর কাজ করবে। স্ত্রী যদি ভাল রান্না করে তাহলে বলতে হবে রান্না ভাল হয়েছে এই একটি কথার জন্যে তার অনেক ভাল লাগবে। পরবর্তীতে যা প্রস্তুত করবে আরও দরদবোধ নিয়ে প্রস্তুত করবে। তদ্রুপ স্বামীও কিছু করলে তাকে বলতে হবে তুমি ভাল করেছ।

একসাথে ঘুরতে যাওয়া- ছুটির দিনগুলোতে একসাথে ঘুরতে যাওয়া যেতে পারে। যখন সারা সপ্তাহের কাজের পরে একসাথে ঘুরতে যাবে তখন একঘেয়েমি মনোভাব দূর হবে। জীবনের মধ্যে সজীবতা আসবে। দূরে যাওয়ার সুযোগ না হলেও একত্রে কাছে কোন রেস্টুরেন্টে, পার্কে, নাটক দেখতে, অতিথিদের বাড়িতে যাওয়া যেতে পারে। ফলে পরিবারের মধ্যে ভালবাসা আরও বৃদ্ধি পাবে। পরিবার সুখী সুন্দর হবে।

রবিবারে একসাথে গির্জায় যাওয়া- রবিবার দিন হল বিশ্রামবার। এই দিনে দু'জনে একসাথে বা পরিবারের সবাই মিলে গির্জায় যাওয়া যেতে পারে। গির্জার পরে পরিচিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে ভাল লাগবে। নিজেকে সুখী মনে হবে। খ্রিস্টযাগের পরে সময় থাকলে অতিথিদের বাড়িও যাওয়া যেতে পারে।

খোলা-মেলা আলাপ করা - পরিবারে অনেক সমস্যা হয়। এগুলো একত্রে বসে নিজেরা আলাপ করা যেতে পারে। পরিবারের সব বিষয় সবাইকে বলতে হবে না। কিছু কিছু একান্ত বিষয় আছে যা নিজেদের মধ্যে থাকলে ভাল। পরিবারে যাই ঘটুক না কেন একসাথে খোলামেলা আলাপ করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে পরিবারের সমস্যার সমাধান পরিবারেই হয়ে যাবে।

বাজেট প্রস্তুত - প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য একটি বাজেট থাকতে হবে। যাই উপার্জন হোক না কেন সেই অনুসারে ব্যয় করতে হবে। উপার্জনের চেয়ে খরচ বেশি হলে ঋণ করতে হবে। পরবর্তীতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ফলে পরিবারে অশান্তি, দুঃখ-কষ্ট আসবে। তাই পরিবারের আয়ের কথা বিবেচনা করে বাজেট করতে হবে। সেই অনুসারে ব্যয় করতে হবে। ব্যক্তির যখন উপার্জনের সময় তখন ব্যক্তিকে কিছু কিছু টাকা পয়সা জমিয়ে রাখবে হবে। যেন এই জমানো অর্থ দুঃসময়ে ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে।

প্রার্থনা করা- পরিবারে প্রার্থনা একত্রে প্রার্থনা করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। যে পরিবার একসাথে প্রার্থনা করে সেই পরিবার একসাথে থাকে। প্রার্থনার দুটো বিশেষ দিক ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো এবং তার কাছে চাওয়া। ব্যক্তি যখন প্রার্থনা করবে তখন ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল থাকে ঈশ্বর পরিবারকে আশীর্বাদ করে। ঈশ্বরের আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে পরিবার সুখী সুন্দর হয়ে ওঠে।

পরিবার হল গৃহমণ্ডলী। এই পরিবারকে সুখী সুন্দর করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। পরিবার যখন খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে গঠিত হবে তখন পরিবার আদর্শ পরিবার হবে। পরিবার আদর্শবান হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের পরিবারের মধ্যে বৈচিত্র্যময়তা দরকার। যা পরিবারকে সজীবতা ও নতুন জীবন দান করবে। বর্তমান পরিবারে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে এগুলো আমরা নিজেরাই সমাধান করে সুখী সুন্দর পরিবার গঠন করতে পারি। গানে আছে সুখ তুমি কোথায় আছ জানতে ইচ্ছা করে। সুখ অন্যের মাঝে নয় নিজেদের মধ্যেই রয়েছে। তাই পরিবারে খ্রিস্টীয় গুণাবলীর চর্চার মাধ্যমে এবং ছোট-ছোট কৌশলগুলো পরিবারে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে আমাদের পরিবারও সুখী সুন্দর পরিবার হয়ে ওঠতে পারে॥ ❑

নাম বিভ্রাট

সাগর কোড়াইয়া

'নামে কি'বা আসে যায়', 'বৃক্ষ তোমার নাম কি, ফলে পরিচয়' এ রকম বাক্য আমাদের সমাজে প্রচলিত। আসলেই কি নামে কিছু আসে যায় না; এই প্রশ্নটি সবার। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি উপন্যাসে নাম বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, নাম শুধুমাত্র অনেকের মাঝে একটি ব্যক্তিকে আলাদা পরিচয় দান করে; আর কিছুই নয়। উপরোক্ত প্রতিটি কথাই সত্য। তারপরেও নামের একটি মাহাত্ম রয়েছে। নয়তো শিশুর জন্মের পর পরই কেন নামকরণের জন্য এতো প্রচেষ্টা। নাম অপরিহার্য। একটি সুন্দর নাম সকলকেই মোহিত করে সহজে। পৃথিবীতে ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমন কোন কিছু পাওয়া যাবে না যার কোন নামকরণ করা হয়নি। যা এখনো আবিষ্কার হয়নি তা আবিষ্কার হলে সাথে সাথে সেই বস্তু বা উপাদানের নামকরণ করা হয়। এছাড়াও বিজ্ঞানে গবেষণা বা পড়াশুনার সুবিধার্থে বস্তু, প্রাণী ও উপাদানের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয়ে থাকে। যাতে পৃথিবীর সর্বস্থানের সবাই সহজেই চিনতে পারে। কবিতা, উপন্যাস ও গল্পের নামকরণ জরুরী। নয়তো সৃষ্টি ও স্রষ্টার স্বার্থকতা বোঝা যায় না। পৃথিবীতে যদি কোন কিছুরই নাম না থাকতো তাহলে পৃথকীকরণ ও পরিচয় নির্দিষ্ট করতে নিশ্চয়ই নানা সমস্যা হতো।

নামকরণের এতো কিছুর পরেও নাম বিভ্রাট কিন্তু রয়েই গিয়েছে। প্রতিনিয়ত নাম বিভ্রাট নিয়ে নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন অনেকেই। এলাকা বা দোকানের নামে অনেক সময় দ্রব্যাদি বিক্রি হতে দেখা যায়। বলা হয়- নামে চলে। যেমন- পোড়াবাড়ির চমচম, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, বগুড়ার দই, যশোরের খই। কিন্তু সবারই যে এলাকার বিখ্যাত খাবার বা দ্রব্যাদি পছন্দ হবে এমন নয়। আর যখনই কারো পছন্দ হবে না তখন নাম বিভ্রাটের শুরু। আবার নামের বানান ও উচ্চারণেও রয়েছে নানামুখী সমস্যা। বিশেষভাবে যখন অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে আলাপ হয় তখন তারা কোনভাবেই খ্রিস্টীয় নামগুলো উচ্চারণ ও লিখতে পারেন না। তাই এক সময় খ্রিস্টীয় নামগুলো এমনরূপ ধারণ করে যে যার কোন অর্থই হয় না। শোনা কথা; একবার এক গ্রামে অপরিচিত কয়েকজন দরকারে জর্জ নামক একজন ব্যক্তিকে খুঁজছে। তারা জর্জ নাম শুনে ভেবেছিলো, এ বুঝি হাইকোর্টের জাজ হবে। অবশেষে জর্জের বাড়ি তারা খুঁজে পেলো। কিন্তু জর্জকে দেখে তারা তো হতবিহ্বল! জাজ কোথায়; এতো গ্রামের অশিক্ষিত ব্যক্তি! এই ধরণের নাম বিভ্রাট হচ্ছে প্রতিনিয়তই। দেখা যায়, নাম হচ্ছে এক কিন্তু ভুল ভেবে সহজে ভুল করাটাই যেন ভুলে রূপান্তরিত হচ্ছে। একজোড়া নতুন দম্পতি একদিন জানালো তাদের সন্তান আসন্ন। খুশির খবর। সাথে একটি অনুরোধ রাখলো তাদের আসন্ন সন্তানের নামকরণ করে দিতে হবে। মহা মুশকিল! নামকরণের কিছু শর্তাবলীও পাশাপাশি জুড়ে দিলো। নামকরণ করতে হবে দুই অক্ষরে। অগ্যতা নিজের অপারগতা স্বীকার করে নিলাম। বর্তমানে সব কিছুই যেন শর্টকাটের মধ্য দিয়েই চলছে। সে যাই হোক- সন্তানের নামকরণের জন্য অভিভাবকদের এই যে চিন্তা-ভাবনা সেটা অবশ্যই প্রংশসার দাবি রাখে। নামের সাথে মিল রেখে সন্তানও যেন নামের গুণাবলী নিয়ে বেড়ে ওঠতে পারে সেটাই হচ্ছে বড় বিষয়। কিন্তু নামের বিপরীতে যদি আচার-আচরণ হয় তাহলে স্বার্থকতার বিপরীতে ব্যর্থতাই জড়ো হবে। আবার নামকরণ যদি হয় অর্থহীন বা মানুষের সাথে যায় না তাহলে তাকেই বা কি বলা চলে।

একজন নাম বিষয়ে বেশ উৎসাহী। কিছু নামও যোগাড় করে ফেলেছেন; যেগুলো শুনতে বেশ হাস্যকর। একদিন কাগজ বের করে একে একে নামগুলো পড়ছিলেন, কাঠবিড়ালী, উইস্তে, চিংড়ি। নামকরণগুলো ও ব্যক্তির পড়ার ধরণ শুনে হাসি আর থামিয়ে রাখতে পারছিলাম না। এ রকম আবার নাম হয় নাকি! পরক্ষণেই মনে পড়লো, কাউকে বাঘের বাচ্চা ডাকলে খুশি হয় কিন্তু গাধার বাচ্চা বললে খুশি তো দূরের কথা সম্পর্কে টানাপোড়ন ধরে নিশ্চিত। অথচ দুটিই পশুর বাচ্চা। পৃথিবী বহু দামী-নামী বস্তুতে ভরপুর কিন্তু যখন সেগুলোর ব্যবহার ও কার্যকারীতা একটু অন্য ধরণের হয় তখনই কেমন জানি নাম বিভ্রাটে পড়তে হয়। ফেসবুকে একবার একটি পোস্ট দেখলাম। বেশ ভালো লাগলো পড়ে। এ যেন নাম বিভ্রাটের বিড়ম্বনার বিচিত্র চিত্র! নুপুরের দাম হাজার টাকা কিন্তু তার স্থান পায়ে। টিপের দাম এক টাকা হলেও তার স্থান কপালে। মানুষ সোজা পথে চলতে চায় না আর বাকা পথে সবারই আগ্রহ বেশি। সেজন্যই মদ বিক্রেতাকে কারো কাছে যেতে হয় না, আর দুধ বিক্রেতাকে বাজারে যেতে হয়। আমরা দুধ বিক্রেতাকে সর্বদা বলি দুধে পানি মেশাননি তো, অথচ মদে মানুষেরাই পানি মিশিয়ে খায়।

ইদানিং সন্তানের নামকরণের বিষয়ে পিতামাতারা তথাকথিত সচেতন ও সিদ্ধহস্ত। ভেবে অবাক হই- তথাকথিত এতো সুন্দর ও নতুন নাম কোথা থেকে পায়। অবশ্য পরে অনেক চিন্তার পর এর সদুত্তর পাওয়া গেল। এর পেছনে ভারতীয় বাংলা চ্যানেলগুলো (স্টার জলসা, জি-বাংলা) বেশ সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও অনেক পিতামাতা সন্তানের বিদেশী নাম রেখে নিজেকে বিদেশী ভাবতে পছন্দ করেন। বিদেশী ভাবার মধ্যে কোন স্বার্থকতা নেই। কিন্তু আরো অবাক হওয়ার পালা তখনই যখন দেখা যায় যে নামগুলো রাখা হয়েছে সে নামের অর্থ অধিকাংশ পিতামাতাই জানেন না। হয়তো সে নামগুলোর সঠিক অর্থ জানলে কোন পিতামাতাই আর সে নাম রাখতে চাইবেন না। আবার সন্তানের নামকরণ নিয়ে অনেক সময় আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটিও হয়ে থাকে।

বাঙালি এক পরিবারের মেয়ের নাম রাখা হয়েছে বিন্তী। বিন্তী নামটি শুনে বাংলা একাডেমীর বাংলা অভিধানে এর কোন সঠিক বাংলা অর্থই খুঁজে পেলাম না। পরিবারের কেউই বলতে পারছে না এ নামের মানে। অগ্যতা কি আর করা; নাম বিভ্রাটের মধ্যে পড়ে গেলাম। অবশেষে ঠিক গত বড়দিনের আগের দিন বিন্তী নামের অর্থ জানতে পারলাম। সাঁন্তাল

(১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মানুষের দুষ্টতা

পিটার প্রভঞ্জন কারিকর

২০০৩ সালের ১৩ মে আমার পিতৃবিয়োগ ঘটে। আমি মাদারীপুর জেলার কালকিনিতে একটি প্রসিদ্ধ এনজিওতে কর্মরত ছিলাম। তখনও মোবাইল মানুষের হাতে হাতে তার স্থান দখল করে নেয় নাই। অত্যাধিক ব্যয় বহুল এবং নেটের জন্য ওয়ারলেস স্থাপন তখন শুরু হয় নাই। টিএন্ডটির ল্যান্ড ফোনেই নির্ভরশীলতা। আমার স্ত্রী তার দুই কন্যা সন্তান নিয়ে নারায়নগঞ্জের বন্দরেই বাস করতো। ঐদিনই সে ফোনে এই মৃত্যুর সংবাদ পায় অনেক কষ্টে। আবার ওখান থেকে কালকিনি আমার অফিসে ফোনে জানিয়ে দেয়। এবং ছোট-ছোট মেয়েদের নিয়ে গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়। বরিশাল-ঢাকা রুটে ঐদিন ছিল হরতাল। আমি লোকাল পরিবহনে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাত্রা করি মেহেরপুরের উদ্দেশে। পরের দিন বিকাল বেলায় বাড়ি পৌঁছায়। ততক্ষণে লাশের সৎকারপর্ব শেষ। পিতৃবিয়োগ ঘটেছে আজ ১৬ বছরের বেশি সময় হবে। আমাদের পরিবারে আমার আরো দুই ভাই তাদের স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে পৃথক বসবাস করে আসছে। আমার অনুপস্থিতিতে তারা তাদের মত করে বাড়ি এবং কৃষি জমিগুলি ভাগাভাগি করে নিয়ে চাষাবাদ করে কোনমতে দিনপাত করছে। ভাগাভাগি করেছে তিনভাগে। আমার ভাগের অংশটা বড় ভাই চাষাবাদ করে কোন রকমের জ্ঞাতসারে নয়। যুক্তি একটাই আমরা কখনো কখনো ২/৩ দিনের জন্য বাড়ি বেড়াতে গেলে বড় ভাইয়ের ঘরেই অবস্থান নেই। আমি কখনোই জমির ফসলের ভাগ নেওয়ার বিষয়ে চিন্তাও করি নাই; যদিও আমার স্ত্রী বলে থাকে কিছু কিছু অন্তত গ্রামের জিনিস আনতে পার। নিজেদের ক্ষেতের জিনিসে একটা আনন্দ এবং অনুভুতি অন্যরকম। যে কারণে এই ফিরিস্তিটা টানলাম তা হ'ল আজ ১৬ বছরের মাথায় এসে কিছুদিন আগে গ্রামের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসলাম এবং যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হল তা আসলেই বড় কষ্টকর। ভারী পাথরের চাপা ভার। সব কিছু খোলসা করে প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের বিষয় নয়। দীর্ঘ বিচ্ছেদ প্রেমকে হত্যা করে। শরৎচন্দ্রের এই বাস্তব উক্তিটা আজ বড় ব্যথাকাতর করে তোলে। দীর্ঘদিন বলতে সেই ১৯৭৫ সাল থেকেই আমি বাড়ির বাইরে থাকি। প্রতি বড়দিনের সময় যাওয়া সম্ভব হয় না। এখন মনে হচ্ছে পিতৃ সম্পত্তির আপন অংশের কোন আঙ্কিক মূল্য নেই। নিবেদন পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশও। তার কোন বালাই নেই। মনে হ'ল আমি ওদের কাছে অপাংতের। ওদের ভয় কখন উড়ে গিয়ে জুড়ে বসি। বুঝেই হোক আর না বুঝে হোক; সচেতনে কিম্বা অবচেতনে একটা নীরব অবহেলা অনুভূত হয়। এমন নয় যে তাদের জন্য কোন ভাবনা আমার নাই। অজ্ঞ-সংকীর্ণ মানসিকতার কাছে উদারতা বড় অসহায়। যতক্ষণ দৃশ্যমান বস্তুর হস্তান্তর ততক্ষণ পর্যন্ত কদর। দান-ধ্যান নেইতো প্রেম-ভালবাসা শীতল। এটা বাস্তব সত্য যে, নূন আনতে পানতা ফুরানোর মত অবস্থা তাদের। অবস্থা যাই হোক না কেন সরল মানসিকতা সকলের নিকট প্রত্যাশার যেখানে আন্তরিকতার ঘাটতি আছে বৈকী। মনীষী ব্যক্তিগণ তাই বলে থাকেন অজ্ঞতা এবং অকৃতজ্ঞতা পাপের তুল্য। মানুষের মধ্যে দুষ্টতা কাজ করে মূলত অজ্ঞতা থেকে। এ ধরনের অভিজ্ঞতা অনেক অনেক মানুষের রয়েছে।

দুষ্টতা হীনবুদ্ধিতা মাত্র। দুষ্টতার ফল বা এর দ্বারা সৃষ্ট দুর্ভোগ বর্ণনাতীত ভয়ঙ্কর। আদিপুস্তকে বলা হয়েছে "মানুষের দুষ্টতা বড়, এবং তাহার অন্তকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ। অন্যভাবে বলা যায় তাদের অন্তকরণ দুষ্টতায় পরিপূর্ণ এবং যাবজ্জীবন ক্ষিপ্ততা তাহাদের হৃদয় মধ্যে বাস করে। হিংসাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে তার দুষ্টুমি প্রকাশ পায়। একজন দুষ্টু ব্যক্তি অনেক মানুষের মঙ্গল এবং সুখ ভঙ্গ করে। এই জন্য সদাপ্রভু দুষ্টুদের সকল দম্ভ ভেঙ্গে দেন। কিন্তু তিনি দুষ্টুগণের প্রতি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধৈর্য ধারণও করেন। দুষ্টুগণ বায়ুচালিত তুষের মত। তারা খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়। তারা অলীকতা ভালবাসে এবং মিথ্যা কথার অন্বেষণ করে। আমরা অনেকেই সেই দুষ্টু রাখাল বালকের গল্পটি জানি। দীর্ঘদিন ধরে সরল গ্রামবাসির সরলতা নিয়ে তাদের সাথে দুষ্টুমির ছলে তামাশা করেছে কিন্তু একটা সময় সেই দুষ্টুমিই তার জীবন নাশের কারণ হয়েছে। যিহিস্কেল পুস্তকের ১৮ঃ ২০ পদ অনুসারে "যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে, পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না, ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না। ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার ওপরে বর্ত্তিবে, ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার ওপরে বর্ত্তিবে।" জ্ঞানী শলোমনও বলেছেন দুষ্টুলোককে তার দুষ্টুমিই গ্রাস করে। আপন পাপরাশিতেই সে বাধা পড়বে। তাদের গড়া নরকেই সে বাস করতে থাকবে। যিরমিয় ভাববাদী সতর্ক করে দিয়ে বলছেন "তোমার দুষ্টতা ঘুঁচাও যেন পরিত্রাণ পাইতে পার।"

অজ্ঞতা এক ধরনের পাপ। মানুষের মধ্যে দুষ্টতা কাজ করে অজ্ঞতা থেকে। সেই মানুষটি অতি মাত্রায় মন্দ এবং মন্দতায় ডুবে থাকে যে সত্যকে জানে না। যার অন্তরে সত্য নেই সে এক ধরনের অন্ধও বটে। খ্রিস্টযিশুকে যে জানে না সে আসল সত্য থেকে বহু পিছনে রয়েছে। সত্যহীন মানুষগুলোই মূলত মন্দতায় নিমজ্জিত। অজ্ঞতাহেতু যে মন্দ কাজ করে তেমনি যে খ্রিস্টকে জানে না সে নিরন্তর মন্দ কাজই করে চলেছে। ঈশ্বর মানুষকে সরল করে নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু সে অনেক কল্পনার অন্বেষণ করে নিয়েছে। ফলে সে মানসিকভাবে জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। সরলতা কেটে গিয়ে তার মনোজগতটা ঈর্ষা, লোভ, স্বার্থপরতা, অবিশ্বাস এবং সন্দেহের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। মন্দ চিন্তা ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতেই পারছে না। তাই তার মুখমণ্ডলে কুৎসিত কঠিনতা প্রকাশ পায়। কেননা সে সব সময় নিজ স্বার্থের মধ্যে ডুবে থেকে মন্দ উপায়ে স্বার্থ সিদ্ধির প্রচেষ্টাতে রত থাকে। নির্মল আনন্দ যেমন তার ভিতরে থাকে না তেমনি তার মুখের সরল হাসিও উধাও হয়ে যায়। ঈশ্বর অকৃজ্ঞ ও দুষ্টদের প্রতিও কৃপাবান। তাই এই দুষ্টলোকই যদি আসল সত্যকে জেনে প্রজ্ঞা সঞ্চয় করে তবে তার অন্তরে হাসি আনন্দ ভিড় করে। তাতে তার মুখে উজ্জ্বল হাসি ভেসে ওঠে এবং তার মুখের কঠিনতা কেটে যায়। সরল সহজ ধার্মিক ব্যক্তির মুখমণ্ডলে একটা নির্মল আনন্দের আভা লেগে থাকে।

দূতবাহিনীর প্রধান ছিল লুসিফার যাকে ঈশ্বর যিশুখ্রিস্টের পরেই সর্বোচ্চ সম্মান ও গৌরব প্রদান করেছিলেন। লুসিফার ছিল আচ্ছাদক করুপদের মধ্যে প্রধান, পবিত্র, অকলুষিত, পূর্ণজ্ঞান এবং সৌন্দর্যে সিদ্ধ। লুসিফারের মূল পাপ ছিল আত্মঅহংকার। বিশাল সম্মান, জ্ঞান এবং রূপ যৌবনের সৌন্দর্যের ভারে সে বিপদগ্রস্ত হতে শুরু করল। সে আত্মপ্রশংসাকে প্রশ্রয় দিল। ভাবতে লাগল সে ঈশ্বরের চিত্তের তুল্য হবে। ঈশ্বরের নক্ষত্রগণের উর্ধ্বে তার সিংহাসন হবে, সে পরাৎপরের তুল্য হবে। আর ঈশ্বর লুসিফারের দুষ্টতায় ভারী বেদনাগ্রস্ত হলেন। এই জন্য ঈশ্বর তাকে বিচারের সম্মুখীন করে মরণশীল মানুষের মতই পাতালে নামিয়ে আনলেন। বর্তমান জগতের মিলিয়ন বিলিয়ন দুষ্ট মানুষ আছে যারা লুসিফারের মত অহংকার আর মিথ্যা জগতের সম্মানের দাম্ভিকতায় ঈশ্বর ও তাঁর ইচ্ছাকে ভুলুণ্ঠিত করেই চলেছে। অন্ধ এই দাম্ভিক মানুষগুলো নিজেদেরকে ঈশ্বরের তুল্য বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ভেবে নিয়ে নির্ধিতায় তাঁরই বিরোধিতা করছে। ফলে ঈশ্বর এই জাতীয় লোকদের আত্মিক সত্যগুলি থেকে সরিয়ে রাখছেন।

দুষ্টগণ আত্মিক ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করছে। জগতের ধনে, পদে, সম্মানে. সম্পদে, শৌর্য-বীর্যে বলীয়ান হলেও তাদের জীবনটা এক বিরাট শুন্যতায় ভরা। প্রকৃত আনন্দ নাই। বরং যারা নম্রতায় সরলভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস ও গ্রহণ করে স্থির থাকছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাদের নিকট সত্যগুলি প্রকাশ করছেন। যেমন তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যারা সমাজে সব থেকে অবহেলিত যেমন- জেলে, কামার, কুমার, কুলী, কর আদায়কারী এই ধরনের মানুষদের তাঁর শিষ্য হিসাবে বেছে নিয়ে তাদের নিকট তাঁর আত্মিক সত্যগুলি প্রকাশ করেছেন তাঁর ঐশরাজ্য বিস্তার করার জন্য। আজও তারা স্মরণীয় বরণীয়। কিন্তু দুষ্ট/মন্দ মানুষগুলি নিজেদের উন্নততর জ্ঞানের দ্বারা পবিত্র বাইবেলের শিক্ষাগুলি নিজেদের জ্ঞানে বুঝতে চায় এবং তার সাহায্যে ঈশ্বরের বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করে যিশুখ্রিস্ট বিষয়ে জ্ঞান ও তাঁর সহভাগিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমান সময়ে এক বিরাট গোষ্ঠি লুসিফারের মত শয়তান দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভ্রান্ত পথের পথিক। আসল সত্য থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। লুসিফার যেমন তার ওপর অর্পিত ঈশ্বরের উচ্চ সম্মান, জ্ঞান ও সৌন্দর্যকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে স্বীকার করল না তেমন এই বিভ্রান্ত জাতি আসল সত্যকে কাছে পেয়েও বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদের অজ্ঞতা প্রযুক্ত দুষ্টতাই এর জন্য দায়ী। আজও অনেক ব্যক্তি যারা নিজেদের ঈশ্বরের বাক্যের জ্ঞানে বলবান মনে করে অহমিকায় জীবন যাপন করছে এবং ঈশ্বর ভক্তির অন্তরালে জগতের মানুষদের নিকট নিজেদেরকে প্রভু বলে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ ধরনের মানুষগুলোর জীবনে হঠাৎ করেই বিপর্যয় নেমে আসে। আমাদের খ্রিস্টযিশু এমন করুণাময় এবং ক্রোধে ধীর যে অনুতাপ ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তাঁকে আহ্বান জানালে তিনি তাকে বুকে তুলে নিতে দেরী করেন না। ঈশ্বরের উদ্দেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন-যাপন করা মানুষের জন্য সব থেকে উত্তম বিষয়। মানুষ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি সেটাই বুঝতে অপারগ। কারণ মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হলেও তার অন্তরে অজ্ঞতা ও মন্দতারূপ দুষ্টতা গভীরভাবে প্রোথিত। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় মানুষের যেমন হওয়া উচিত সে অর্থে মানুষ এখন তা হয়ে ওঠেনি। আমরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তর দিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে সব সময় ঈশ্বরের নিকটে অবস্থান করতে পারি। বিশ্বাসের অর্থ সরলভাবে ঈশ্বরের কাছে আসা ও তাঁর মঙ্গল আশীর্বাদগুলির উপরে ভরসা করা। আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে আমাদের একজন অসীম ও পবিত্র ঈশ্বর আছেন, যিনি আমাদের আমাদের বিষয় চিন্তা করেন। যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে আমরা যখন ঈশ্বরের নিকটবর্তী হই তখন আমরা তাঁর দয়া, অনুগ্রহ ও সাহায্য, পরিত্রাণ, পবিত্রতা এবং শুদ্ধতা লাভ করে থাকি।

নতুন নিয়মে বর্ণিত ফরিশী, সদ্দুকী এবং অধ্যাপকেরা ছিল চিহ্নিত ঘৃণিত দুষ্টলোক। এরা প্রভু যিশুর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল এবং খ্রিস্টের শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করেছিল এমনকি তাঁর প্রাণ নাশের প্রচেষ্টাতে রত ছিল। এরা লোকবৃন্দকে ভ্রান্ত শিক্ষা দিয়ে বিপথগামী করে তুলত। এরা তাদের হাতে জড়ানো পুস্তক রাখত এবং লোকবৃন্দকে এটির প্রতি মোহগ্রস্ত করে তুলত। জুঁজুঁ বুড়ির ভয় দেখিয়ে মা যেমন তার শিশু সন্তানদের ঘুম পাড়াতে তৎপর হ'ত তদ্রুপ এই পুস্তক বা ব্যবস্থার দোহাই দিয়ে সরল-প্রাণ জনতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করত। এরা যিশুর উপর কলঙ্ক লেপনে সচেষ্ট ছিল। এরা মুখে যা বলত কর্ম করত তার উল্টো। তারা ভারী বোঝা লোকদের কাঁধে চাপিয়ে দিত কিন্তু নিজেরা তা ছুঁয়েও দেখে নাই। দুষ্টতার এটা হ'ল প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মথি ২৩ঃ ১৩-১৪ পদ "কিন্তু, হা অধ্যাপক ও ফরিশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ তোমরা মনুষ্যেদের সম্মুখে স্বর্গরাজ্য রুদ্ধ করিয়া থাক; আপনারাও তাহাতে প্রবেশ কর না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতে আইসে, তাহাদিগকেও প্রবেশ করিতে দেও না।" দুষ্ট এবং ভ্রান্ত নেতা ও শিক্ষকদের প্রতি প্রভু যিশুর এই কথাগুলি অনেক কঠোর ছিল। তিনি তাদেরকে কপটী, নারকী, অন্ধ পথদর্শক, মুঢেরা, দৌরাত্ম্য ও অন্যায়ে ভরা, চুনকাম করা কবর, অশুচি, অধর্মে পরিপূর্ণ, কাল সর্পের বংশেরা, নরঘাতক বলে তিরস্কার করেছেন। কেননা এদের দুষ্টতা ছিল বড় ভয়ংকর। বর্তমান সমাজে এরা এখন বিদ্যমান এবং এরা পেশাদারী ধার্মিক যারা নিজেদেরকে আত্মিক এবং নীতিবান মনে করে। প্রকৃত অর্থে এরা মুখোশ পরা দূর্বৃত্ত এবং অধার্মিক। এদেরকে চিনতে হবে এবং এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। এদেরকে চিনতে হলে বাইবেলের বাক্যে অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে।

পৃথিবীতে যারা ক্ষমতাধর তারাই ততো দুর্বল। তারা নিজেদের বাঁচাবার জন্য দুষ্টতার মন্ত্রণা দিনরাত করেই চলেছে। সম্মান, শৌর্য, জনপ্রিয়তা, ভালবাসা অনেক সময় এমন দুর্বল লোকের নিকট আসে, যে তা ধরে রাখতে পারে না। প্রায় সব ধরনের নিষ্ঠুরতা দুর্বলতা থেকে জন্মলাভ করে। অন্যের দুর্বলতাকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করা দুষ্টদের পক্ষেই সম্ভব। সংসারের সবাই মন্দ বা দুষ্ট তা কিন্তু বলা সঠিক নয়। অনুসন্ধান করলে বুঝা যাবে অনেকের মধ্যে দুর্লভ কোন পজিটিভ গুণ আছে যা তাদের উৎসাহ যুগিয়ে অন্যের সেবাদানে প্রণোদনা যুগিয়ে যাচ্ছে। মন্দলোকের সাথে যারা উঠা বসা করে তারা কখনো কল্যাণের মুখ দেখবে না। জ্ঞানী শলোমন নির্বোধের হাসি, মুর্খের তুচ্ছ তামাশা ও হীনবুদ্ধিদের গীত শ্রবণ করাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। উপদেশক ৮ঃ ১১-১৩ "দুষ্কর্মের দণ্ডাজ্ঞা ত্বরায় সিদ্ধ হয় না। এই কারণ মনুষ্য সন্তানদের অন্তকরণ দুষ্কর্ম করিতে সম্পূর্ণরূপে রত হয়। পাপী যদ্যপি শতবার দুষ্কর্ম করিয়া দীর্ঘকাল থাকে, তথাপি আমি নিশ্চয় জানি ঈশ্বর-ভীতু লোকদের যাহারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভীত হয়, তাহাদের মঙ্গল হইবে। কিন্তু দুষ্ট লোকদের মঙ্গল হইবে না, ও সে দীর্ঘকাল থাকিবে না। তাহার আয়ু ছায়াস্বরূপ, কারণ সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভীত হয় না। উপদেশক ২ঃ২৬ "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রীতিজনক, তাহাকে তিনি প্রজ্ঞা, বিদ্যা, ও আনন্দ দেন, কিন্তু পাপীকে কষ্ট দেন। যেন সে ঈশ্বরের প্রীতিজনক ব্যক্তিকে দিবার জন্য ধন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে। উপদেশক ৯ঃ ৩ "মনুষ্য সন্তানদের অন্তকরণ দুষ্টতায় পরিপূর্ণ, এবং যাবৎ জীবন ক্ষিপ্ততা তাহাদের হৃদয় মধ্যে থাকে, পরে তাহারা মৃতদের কাছে যায়। একজন পাপী বহু মঙ্গল নষ্ট করে। হীনবুদ্ধিও নিজ ওষ্ঠ তাহাকে গ্রাস করে। সদাপ্রভু দুষ্টদের সকল দম্ভ ভাঙ্গিয়া দেন।

আমাদের জীবনের মন্দতা, দুষ্টতা, বদ অভ্যাস, মন্দ কাজগুলি চিহ্নিত করে সেগুলি বর্জনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। মন্দতা পরিষ্কার করলে হৃদয়-মন শূন্য হয়, এই শূন্যতা ভাল চিন্তা এবং ভাল কাজ দিয়ে পূরণ করার সুযোগ আছে। দৈনিক জীবন যাপনে পরিবর্তন আনা গতিশীল পজিটিভ মানসিকতার পরিচায়ক। যেমন একটা ভাল অভ্যাস হতে পারে- প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠে বাইবেল থেকে বাক্য পড়ে কিছু সময় ধ্যান এবং শেষে প্রার্থনা করে দিন শুরু করতে পারি। এ ধরনের সুন্দর অভ্যাস এবং কাজ হতে পারে আমাদের জীবনের জন্য শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য। প্রতিদিন মন্দ চিন্তাগুলিকে পজিটিভ চিন্তা দিয়ে হৃদয় থেকে দুষ্টতা এবং অলসতা ঝেড়ে ফেলতে পারি। এভাবে দিন দিন জীবনকে সুন্দর এবং আনন্দদায় করে তুলতে পারি। সার্থক, নির্মল এবং প্রশান্তির জীবনের জন্য প্রতিদিন ভাল এবং পজিটিভ চিন্তা দিয়ে মনটা ভ'রে রাখতে পারি। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে নির্মল চিন্তা এবং আনন্দ নিহিত। তাই তাঁর বাক্য ধ্যান ও অনুশীলন করে আমরা সম্পূর্ণরূপে আত্মিক মানুষে রূপান্তরিত হ'তে পারি। নিজেকে দোষারোপ করতে শিখতে পারি, অন্যকে নয়। নিজের মনোভাবটাই ভাল কিংবা মন্দের জন্য দায়ী। আমাদের অতিমাত্রিক স্বার্থপরতা, মন্দ চিন্তা, মন্দ কাজ ঈশ্বরের হৃদয়ে দুঃখ আনে। ঈশ্বরকে দুঃখ দিয়ে আমি এবং আমরা কি করে ভাল খ্রিস্টান এবং ভাল থাকতে পারি? ❑

এলিফ্যান্টা গুহা

ডেভিড স্বপন রোজারিও (আমেরিকা)

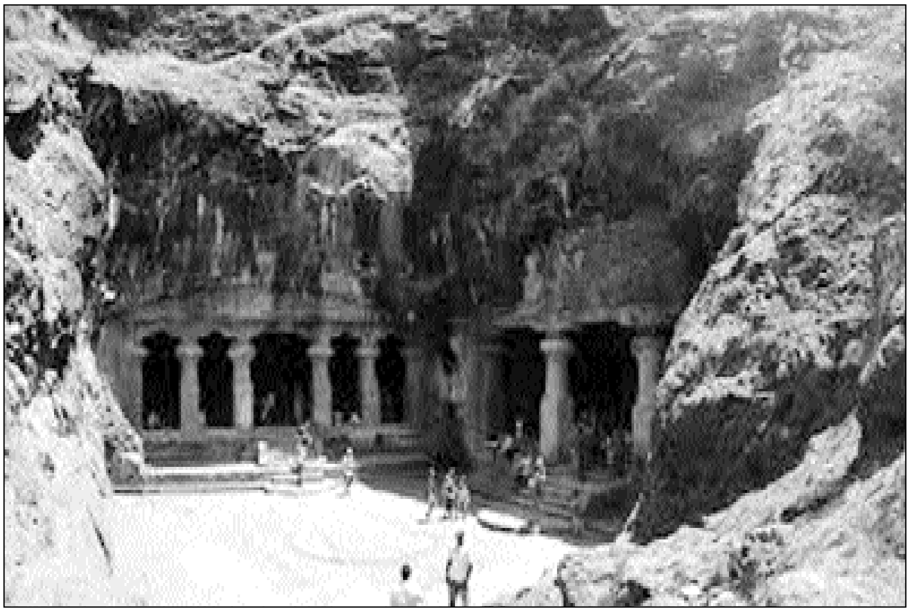

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ মুম্বাই বিমান অফিসে কর্মরত অবস্থায় ব্যাঙ্গালুর, চেন্নাই, আহম্মেদাবাদ ইত্যাদি এজেন্সি অফিসগুলো মাঝে মধ্যে পরিদর্শনে যেতাম। এজেন্সির কর্মকর্তারা আমার ভ্রমণ পিপাসার কথা জানতে পেরে সারাদিনের জন্য গাড়িও ড্রাইভারকে সাথে দিয়ে দিত। ড্রাইভার সুন্দর গাইডের কাজ করতো, সে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যেত। আমি মনের আনন্দে সে সমস্ত স্থান ঘুরে ঘুরে দেখতাম। সে সুযোগে ভ্যালেঙ্কিনী তীর্থস্থানটিও দেখার দূর্লভ সুযোগ আমার হয়েছিল। পরিদর্শন শেষে কর্মক্ষেত্রে ফিরে এসে, সহকর্মীদের কাছে ফলাও করে তার বর্ণনা দিতাম সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতো। আমাদের অফিস সেক্রেটারী সোনিয়া ফার্নানডেজ মাদ্রাজী মেয়ে, ভীষণ চটপটে, কাজে কর্মে খুবই দক্ষ। একদিন আমাকে বললো, অজন্তা ইলোরার মত এক অনবদ্য ভাস্কর্য এলিফ্যান্টা গুহাতে আছে। অসাধারণ সব শিল্প-কর্ম, পাথর কেটে নির্মাণ করা হয়েছে। এটা ব্রাহ্মণ স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। আমার বিশ্বাস আপনার ভাল লাগবে। সারাদিন ভ্রমণের জন্য এটি একটি উত্তম স্থান। সোনিয়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমস্ত ভ্রমণের একটা নিখুঁত পরিকল্পনা করে দিলো। সে মোতাবেক আমি ও সহকারী স্টেশন ম্যানেজার সালাউদ্দীন, ইংরেজী নববর্ষ ১৯৯৬, সেখানে উদ্‌যাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। নির্দিষ্ট দিনে আমরা দুটো পরিবার অফিসের গাড়িতে চেপে মহানন্দে এলিফ্যান্টার উদ্দেশে রওনা হলাম সাথে সারাদিনের জন্য শুকনো খাওয়া - দাওয়া, ফল-মূল নিলাম। আমরা সকাল ন'টায় "গেট ওয়ে অব ইন্ডিয়া"। এই জলপথ ধরে, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজা পঞ্চম জর্জ এবং রাণী মেরী দিল্লীর দরবারে অংশ নিতে ভারতে আসেন। পরবর্তীকালে তাঁদের এ রাজকীয় সফরকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ৪ ডিসেম্বর ১৬ শতকের গুজরাটি ও ইসলামী স্থাপত্যের সমন্বয়ে রোমান বিজয় তোরণের আদলে স্থাপিত George Wiltet এর নকশানুযায়ী তোরণটি নির্মিত হয়। এর উচ্চতা ৮৫ ফিট ও প্রস্থ ৪৮ ফিট। তোরণটি অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে শুভ উদ্বোধন করেন তখনকার Viceroy of India. ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে, শেষ ব্রিটিশ ফৌজও এ তোরণ দিয়ে ভারতবর্ষ ছেড়েছিল। বিধির বিধান, যে পথে আসা সে পথেই বিদায়। তোরণের অপর পার্শ্বে অনুপম সৌন্দর্যের নিদর্শন বিলাসবহুল তাজ হোটেল এবং তোরণের সন্নিকটে স্বামী বিবেকানন্দ ও ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের অসাধারণ দুটি মূর্তি স্থাপিত। তোরণের চত্বরে বিশাল জায়গায়, স্থানে স্থানে বসার সুবন্দোবস্ত আছে। বায়ূ সেবনকারীদের জন্য এটা একটি উত্তম স্থান। এখানে থেকেই লঞ্চে এলিফ্যান্টা গুহায় যেতে হয়। দূরত্ব দশ কিলোমিটার, প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় লাগে দ্বীপে পৌঁছাতে। নানা ধরণের বা মানের লঞ্চে যাতায়াত করা যায়। সরকারি ছুটির দিন হওয়াতে উপ্‌চে পড়া ভীড়। লঞ্চগুলো থামছে এবং লোক ভরে গেলেই ভট ভট শব্দ তুলে ছুটে যাচ্ছে সমুদ্র বক্ষে। আমাদের সাথে বাচ্চা-কাচ্চা থাকাতে আমরা একটি ভিলাক্স লঞ্চে বেশি ভাড়া দিয়েই ওঠে পড়লাম। অনেক বিদেশী পর্যটনও আমাদের সহযাত্রী হয়ে যাচ্ছে। এদের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা চোখে সানগ্লাস, মাথায় সোলার টুপি, মহিলাদের গলায় জড়ানো সিল্কের রুমাল, কাঁধে ঝুলানো ক্যামেরা, বেশভূষায় একেকজন খাঁটি ট্যুরিস্ট।

আরব সাগরের উপর দিয়ে লঞ্চটা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললো। সুন্দর আবহাওয়ার জন্য সাগর বেশ শান্ত, তেমন কোন বড় ঢেউ নেই। লঞ্চের ছাদে উঠে এলাম। চারিদিকে সকালের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়েছে। মৃদু-মন্দ বাতাসে ভালই লাগছিল। চোখে পড়লো অদূরে জহরলাল নেহেরু বন্দর, বেশ কিছু মালবাহী জাহাজ পণ্য খালাসের জন্য অপেক্ষা করছে। জাহাজগুলি এ বন্দর থেকে পণ্য বোঝাই করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বহন করে নিয়ে যায়। কয়েকটি যুদ্ধের জাহাজ সুসজ্জিত অবস্থায় নোঙ্গর করা আছে। নাবিকদের আনাগোনা কসরত দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, এরা সদা প্রস্তুত। বেশকিছু মাছ ধরার ট্রলার চোখে পড়লো। আর দেখছিলাম দূর থেকে বিভিন্ন কারখানার চিমনি থেকে উঠে আসা গাঢ় ধোঁয়ার কুণ্ডলী। প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম এলিফ্যান্টা দ্বীপে। গেট ওয়ে অব ইন্ডিয়া থেকে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত লঞ্চ চলাচল করে এলিফ্যান্টা দ্বীপে, কেবলমাত্র সোমবার গুহা বন্ধ থাকে।

লঞ্চঘাট থেকে অনেকগুলো সিঁড়ির ধাপ বেয়ে, প্রায় মাইল খানেক পথ পেরিয়ে গুহামুখে এসে পৌঁছালাম। এখন অবশ্য গুহামুখ পর্যন্ত টয় ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের সময় সে ব্যবস্থা তখনও শুরু হয়নি, ফলে হেঁটে উঠতে হয়েছে। আমরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তবে পাহাড় কেটে তৈরী গুহামন্দিরে ঢুকেই এর অনবদ্য স্থাপত্যের সামনে দাঁড়াতেই নিমেষে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। এখানে বলা আবশ্যক আমার সহকর্মী, ছোট ছেলেমেয়েরা সাথে আছে বিধায় স্বাধীনভাবে ঘুরতে চাইলো। আমার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে মনের আনন্দে

তাদের সাথে ঘুরতে লাগলো। আমাদের লঞ্চে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাইড ছিল, আমি তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হলাম। গাইডের নাম হেমচন্দ্র বসাক। নামটি শুনেই মনে হলো হয়ত বাঙালি, পরে আমার অনুমানই সঠিক হয়েছিল। ভদ্রলোক পশ্চিম বাংলার লোক। সে ইংরেজী ও হিন্দীতে অনর্গল কথা বলতে পারে। কথায় বেশ রসবোধ আছে এবং বেশ হাসি খুশি। আমরা বিশ জনের মত একটা দল, বেশির ভাগই বিদেশী পর্যটক। গাইড নিজের পরিচয় দিয়ে, কিছু নিয়ম কানুনের কথা বললেন, যাতে অযথা সময় নষ্ট না করা। কেনো কিছু জানতে ইচ্ছা করলে বিনা দিধায় প্রশ্ন করা যাবে ইত্যাদি। সে অকপটে স্বীকার করলো। এখানে প্রাপ্ত কোনো শিলালিপির অভাবে এলিফ্যান্টা দ্বীপের মূল ইতিহাস জানা যায়নি। এমনকি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর প্রকৃত শিল্পীদের পরিচয় জানার কোনো শিলালিপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই এখানকার সঠিক ইতিহাস রহস্যাবৃত এটা নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন শতাব্দীর উল্লেখ করেন, কেউ বলেন ৫ থেকে ৬ শতক কেউ বা ৭ শতকের কথা উল্লেখ করেন। তবে ৭ শতকে চালুক্যরাজাদের শাসনামলে এর নাম ছিল গুহার নগর। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজরা, সুলতানকে হারিয়ে এই দ্বীপটি দখল করে নেয়। সেকালে জাহাজঘাটায় বিশাল একটি পাথরের হাতি ছিল। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশরা হাতিটি ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে চাইলে, চেন ছিড়ে সমুদ্রে পড়ে ভেঙ্গে যায়। পরে মেরামত করে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে নামকরণ করা হয় যিযামাতা উদ্যান (Jijamata Udyaan)। পর্তুগীজরা দখলের আগ পর্যন্ত এই গুহামন্দির ব্রাহ্মণদের বিশেষ উপাসনায় ছিল। দুঃখজনকভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ এলিফ্যান্টা গুহা, অবহেলিত ছিল। তবে সত্তরের দশকে এর অনেক সংস্কার করা হয় এবং সরকারিভাবে পর্যটন এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা হয়। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো (UNESCO) বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে এলিফ্যান্টা গুহাকে তালিকাভুক্ত করেন।

গাইডকে অনুসরণ করে, আমরা প্রথমে ঢুকলাম উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত, মূল গুহামন্দির চত্বরে। যাকে বলা হয় শিবের গুহামন্দির। ২৮টি থামে ভর করে দাঁড়ানো, এই বিশাল মন্দিরটি বাইরে থেকে ঠিক বোঝার উপায় নেই যে, এর ভিতরে এরকম একটি প্রসারিত হলঘর এবং উপর তলা থেকে নির্মিত সব অসাধারণ ভাস্কর্য রয়েছে। এই মন্দিরের অনন্য নিদর্শন, বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়ানো শিবের ভাস্কর্যটি। একেকটি ভঙ্গি নির্দেশ করছে, একেকটা অবতারকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখানে পর্তুগীজ সেনা প্রশিক্ষণকেন্দ্র বসিয়ে, টার্গেট অনুশীলনের মাধ্যমে শিবের এই ভাস্কর্যটি অনেক অংশ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। শিবের দশহস্তের এই মূর্তির প্রথম ডান দিকে ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। একইভাবে এখানকার আরো অনন্য বেশ কিছু ভাস্কর্যের অনেক ক্ষতিসাধন করেছিল পর্তুগীজরা। যা আর কোনভাবেই পুনঃনির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। তবুও শিবের অনন্য নির্মাণ শৈলীতে উজ্জ্বল মুখটি এখনও সবাইকে মুগ্ধ করে।

বিভিন্ন গুহা থেকে গুহান্তরে ঘুরে ঘুরে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। গাইডের দেব-দেবীদের এবং নির্মাতাদের অপূর্ব নিদর্শন, ভাস্কর্যের বর্ণনা, সবটুকু ভালমত বুঝতে না পারলেও তার বাচনভঙ্গি ও রসবোধের জন্য, তেমন খারাপ লাগেনি। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছি এবং সময়ও দ্রুত পার হয়ে গেছে। যদিও পৌরাণিক কাহিনী সমন্ধে আমার ধারণা খুব একটা বেশি নয়। আমি শুধু মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার সেরা শিল্পকর্ম দেখে চমৎকৃতও হয়েছি। দুপুরের আহারের সময় হয়ে গিয়েছিল। তাই গাইড ঘোষণা দিলেন, আধাঘন্টা লাঞ্চ ব্রেক, সবাই ঠিক সময় মত এখানে উপস্থিত থাকবেন। সাধারণত কোথাও ভ্রমণে গেলে আমি যা করে থাকি, গাইডের বিশ্রামের ফাঁকে, তার সাথে ভাব কমিয়ে নানা প্রশ্ন করতাম, না বোঝা বিষয়গুলি জেনে নিতাম। কারণ আমার পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, গাইডের সাথে ঘুরলে স্বাধীনতা কম থাকে। গাইড একটি ছকের মধ্যে, নির্দিষ্ট সময় ঘুরিয়ে তার দায়িত্ব শেষ করে। কোন ভাললাগা স্থান বা বিশেষ ভাস্কর্য কিংবা স্থাপত্য একটু বেশি সময় ধরে মনের মত দেখার সুযোগ খুব কম পাওয়া যায়। সে যা হোক দু'কাপ কফি নিয়ে তার মুখোমুখি বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কতদিন ধরে গাইডের পেশা? মুম্বাই কোথায় থাকেন? প্রাচীন পৌরাণিক ভাস্কর্যের উপর অগাধ জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করলাম। সে ভীষণ খুশি হলো, উপরন্তু আমি বাংলাদেশের লোক, এয়ারলাইন্সে কাজ করি শুনে অত্যন্ত উৎফুল্ল হলো, মুচকি হেসে বললো, আমিও খাঁটি বাঙালি, পশ্চিম বঙ্গের লোক, এটা আমার পার্ট টাইম জব, দীর্ঘদিন যাবৎ এ পেশায় সাথে জড়িত আছি। কেবলমাত্র সরকারি ছুটির দিন ও শনি-রোববার এ দায়িত্ব পালন করে থাকি। এতে বাড়তি কিছু পয়সা উপার্জন হয়। মুম্বাই পর্যটন দফতরে চাকুরি করি। থাকি বান্দ্রায় সপরিবারে নাম হেমচন্দ্র বসাক। আমার লেখালেখির অভ্যাস আছে শুনে তার ঝোলা থেকে এলিফ্যান্টা গুহার উপর রচিত, সুন্দর মোড়কে পেঁচানো দুইটি বই দিল। সাধারণত পর্যটকদেরে কাছে সে বইগুলো বিক্রি করে থাকে। কিন্তু অনেক সাধার পরও সে আমার কাছ থেকে বইগুলির দাম নিলো না। বরং হাসতে হাসতে বললো আমার তরফ থেকে উপহার হিসেবে এটা রেখে দিন, যখন পড়বেন আমার কথা মনে পড়বে। বই দুটির মধ্যে একটি সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের, অপরটি Unesco World Heritage Site এর। এখানে বলা প্রয়োজন পরপর আরও দু'বছর অর্থাৎ ১৯৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজী নববর্ষ, সপরিবারে এলিফ্যান্টা দ্বীপে উদ্যাপন করেছিলাম। ইতিমধ্যে বইগুলো পড়ে ভাস্কর্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা হয়। সে ভিত্তিতে আরও নিবিড়ভাবে ভাস্কর্যগুলো দেখার সুযোগ হয়। বইগুলোর সূত্র ধরে ভ্রমণ কাহিনী লেখার অনুপ্রেরণা পাই।

সে যাই হোক বিশ্রামের পর যথাসময়ে সবাই ফিরে এলো। আমরা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লাম গুহা দেখার কাজে। মূল গুহা মন্দিরের সবছেয়ে বড় আকর্ষণ হলো ত্রিমূর্তি ভাস্কর্যটি। একটি আস্ত পাথর কেটে নির্মাণ করা হয়েছে, এ মহেশ মূর্তি বা ত্রিমূর্তি। এই অসাধারণ মূর্তিকে ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের একটি অন্যতম নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। এটিকে বলা হয় গুপ্ত ও চানক্য আমলের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। এর নিখুঁত নির্মাণ শৈলী এবং এর নির্মল প্রকাশভঙ্গি, মূর্তিটিকে প্রাণবন্ত করেছে। যার দিকে একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায়না। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে মহান শিল্পীদের কথা স্মরণ করে, যারা অমরত্ব দান করেছে মর্মর পাথরের মূর্তির মাঝে। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ ও ইতালিসহ বেশ কয়েকটি দেশের ভাস্কর্য দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ইতালির মহান শিল্পী মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, বারনিন ও ডোনাটেল্লোর অমর সব শিল্পকর্মের কথা, আজও ভুলিনি। সে যাই হোক গাইডের পিছে পিছে আরও বেশ কয়েকটি গুহা পরিদর্শন করলাম। এখানকার বেশ কয়েকটি গুহা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ভেতরটায় পানি ঢুকে অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, শুধু স্তম্ভগুলোর কিছু অংশ দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসরে সাক্ষ্য হয়ে।

শুরুতে এলিফ্যান্টা গুহার সব ভাস্কর্যগুলো শিল্পীর তুলিতে রঞ্জিত ছিল বিভিন্ন রঙ্গে। কিন্তু এখন আর তা বোঝার উপায় নেই। সবই হারিয়ে গেছে দীর্ঘদিনের অযত্নে আর অবহেলায় এবং পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে। বিভিন্ন রঙের আঁচড়ে এই সব ভাস্কর্যগুলো যে কতটা দৃষ্টিনন্দন ছিল এবং শৈল্পিক সূক্ষ্মতা উদ্ভাসিত ছিল, তা

কোনভাবেই কল্পনার রঙে এখন আর অনুমান করা সম্ভব নয়। তবুও এর আকর্ষণ এখনও যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাও বর্ণনা করার মত ভাষা আমার নেই, এর নির্মাণশৈলী, যেখানে থেকে বিশাল আরব সাগর দৃষ্টিপথে ভেসে ওঠে। এখানে বড় বড় দু'টি কামান আজও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তিমত্তার নিদর্শন স্বরূপ রয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমুদ্রপথ নিরাপদ রাখার জন্য কামানগুলো স্থাপন করা হয়েছিল। একটি কামান থেকে অপর কামানের গোলাবারুদ যোগান দেয়ার জন্য সুরঙ্গপথ তৈরী করা হয়েছিল।

গাইড বিদায় মূহূর্তে সবাইকে দীর্ঘসময় তার সাথে কাটানোর জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং বললেন বিশ্বমানের শিল্পকর্মগুলো রক্ষার জন্য নানা উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞরা এলিফ্যান্টা গুহার নানা সম্ভাব্য বিপদ বা ঝুঁকির কথা চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এটি মুম্বাই পোতাশ্রয় এলাকার ভেতরে অবস্থিত হওয়ার কারণে ভবিষ্যতের বাড়তি উন্নয়নের চাপ, দ্বীপের জনবসতির বৃদ্ধি চাপ, মুম্বাই বন্দরের নানা শিল্পোন্নয়নের প্রকল্পের চাপ, তদুপরি প্রাকৃতিক নানা দূর্যোগ - যেমন ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস এমনকি সন্ত্রাসী আক্রমণের চাপতো রয়েছেই। আমার কথা হলো এলিফ্যান্টা গুহার শিল্পকর্ম গুলোকে রক্ষা কল্পে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে এখানকার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। অন্যান্য তীর্থস্থানের মতো এখানেও বানরের উপদ্রব অনেক বেশি। চোখের পলকে একটু হলে খাবার-দাবারসহ ব্যাগ-টুপি নিয়ে গাছের মগডালে চড়ে বসে। তাই পর্যটকদের সাবধান করে দেওয়ার জন্য স্থানে স্থানে সাইনবোর্ডে লেখা থাকে Be aware of Monkeys. আমরা ও প্রথম প্রথম এদের খপ্পরে পড়ে সাবধান হয়ে গেছি। এবার ফেরার পালা। গাইড অনেকক্ষণ আগে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। সদলবলে লঞ্চঘাটে যাবার পথে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম। রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ দোকান পাট। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য নানা ধরনের হস্তশিল্প, ছবি, পুঁতির মালা, রং বেরঙের পাথর এবং বিভিন্ন সাইজের ডায়মণ্ডের দোকান সাজিয়ে বসে দোকানিরা। আমরা পছন্দ মতো কিছু জিনিস কিনলাম। লঞ্চঘাটে পৌঁছে খুব একটা দেরি করতে হলো না, তাড়াতাড়ি লঞ্চ ছাড়লো। আরব সাগর দিয়ে বিকেলের লঞ্চ ভ্রমণ দারুণ উপভোগ্য॥ ❑

হায়রে মানবতা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রতি এতোটা নির্মম আচরণ করতে পারছে? যারা এ ধরণের কাজ করছে তাদের পিতামাতা, গুরুজন, শিক্ষকগণ কি তাদের মানবিকতার প্রদীপটি জ্বালিয়ে দেননি? তারা কি মানুষের জন্য মানুষের হৃদয়ের অনুভূতিগুলো অনুভব করছে না? রক্তপাত দেখে, বাঁচার জন্য অন্যের আকুষ্ঠ আকুতি দেখে হো হো করে হাসার পৈশাচিক আনন্দ পেতে ওরা শিখল কোত্থেকে? এতোগুলো প্রশ্নের ভীড়েও কিছু মানুষের ছবি আমাদের সামনে এসে ধরা দেয়। বনানীর এফ আর টাওয়ারে আগুন লাগলে সেখানে নিজের জীবন বাজি রেখে উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন ফায়ারম্যান সোহেল রানা। কিন্তু নিজেই গুরুতর আহত জীবনের সাথে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে হার মানেন। একই কাজে আগুন নেভানোর সময় ফায়ার সার্ভিসের পাইপ ফেটে গেলে সেখান থেকে পানি বের হওয়া ঠেকাতে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া শিশু নাঈম পাইপের লিকেজে পলিথিন পেঁচিয়ে ধরে বসে ছিল। সেই ঘটনা মুহূর্তেই ভাইরাল হয় এবং সেই ছোট্ট শিশুর এ মানবিক প্রচেষ্টা সকলের প্রশংসা কুড়ায়। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরায় ঘটে যাওয়া ঘটনা পুরো বিশ্ববাসীকেও স্তব্ধ করে দিয়েছে। তবে এ লোমহর্ষ ঘটনার মাঝেও বন্ধুত্বের যে এক পরম দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছিল তা পুরো বিশ্ববাসীর হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে। শোকাবহ হৃদয়ে শুষ্ক দমকা হাওয়ার মাঝে এক বন্ধুর জন্য আরেক বন্ধুর আত্মত্যাগ এক পশলা বৃষ্টির মতোই সিক্ত করেছিল পুরো বিশ্ববাসীর হৃদয়। সেদিন জঙ্গীরা এ দেশীয় নাগরিকদের মেরে ফেলতে চায়নি বলে ফারাজ হোসেনকেও ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু জীবন-মরণের প্রশ্নেও ফারাজ তার দুই বন্ধুকে ছেড়ে চলে যেতে চায়নি বলে পরদিন তাকেও খুঁজে পাওয়া গেল অন্যান্য ক্ষত-বিক্ষত ও বিকৃত দেহগুলোর মাঝে। সে আত্মহুতি দিল। ধূপের ধোঁয়ার মতো মিশে গেছে তার প্রশ্বাসের হাওয়া; শুধুমাত্র বন্ধুর জন্য, বন্ধুত্বের ভালবাসার জন্য। তার এই মৃত্যু-কাব্যের পরতে পরতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে আমাদের অবিরাম বাংলার মুখ, আমাদের চরম লজ্জার উল্টোপিঠে গর্বের ছোট্ট কাব্যগ্রন্থ। মিয়ানমারের উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের আমাদের এই ছোট্ট দেশে আশ্রয় দিয়েও আমরা মানবতার অনন্য নজির স্থাপন করেছি। বাংলাদেশের এই মুখচ্ছবিই আমরা বিশ্ববাসীকে দেখাতে চাই। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, সহনশীলতা, মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা প্রভৃতি আমরা চিরকাল হৃদয়ে লালন করতে চাই। আমাদের মাঝে চির বিরাজিত হোক মানবতা। মননশীলতার উন্মেষ ঘটিয়ে মানুষের প্রতি মানুষের গভীর অনুরাগ, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা অবিনশ্বর ধারায় প্রবাহিত হতে থাকুক। জয়তু মানবতা॥ ❑

জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

ডাকঘর : জোনাইল, উপজেলা : বড়াইগ্রাম,জেলা : নাটোর, বাংলাদেশ

রেজি : নং ৭০/৬৮, সংশোধিত রেজি: নং ০২/০৬

মোবাইল ঃ ০১৭১২-৪৬৯৮৯৮

সুত্র নং JCACCUL/Sc/(044)2019-20 তারিখ ঃ ০৯/০১/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নির্বাচন সংক্রান্ত বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ

এতদ্বারা জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের সদয় আবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ০৮ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২৭/০৩/২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, ব্যবস্থাপনা কমিটি , ঋণ কমিটি ও পর্যবেক্ষণ কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে সদস্য/সদস্যাদের সরাসরি গোপন ভোটের মাধ্যমে ১জন চেয়ারম্যান, ১জন ভাইস চেয়ারম্যান, ১জন সেক্রেটারী, ১জন ম্যানেজার, ১জন ট্রেজারার ও ৭ জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, ৫ সদস্য বিশিষ্ট ঋণ কমিটি (১জন চেয়ারম্যান, ১জন সেক্রেটারী ও বাঁকী ৩জন সদস্য) ও ৩সদস্য বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ কমিটি (১জন চেয়ারম্যান, ১জন সেক্রেটারী ও ১জন সদস্য) নির্বাচিত করা হবে। উল্লেখিত নির্বাচন ফাদার এ. কান্তন মিলনায়তন প্রাঙ্গণে সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ করা হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অত্র অফিস থেকে সংগ্রহ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

বিজয় রোজারিও

সেক্রেটারী।

বিপ্র/২২/২০

হায়রে মানবতা

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি

মনুষ্যত্ব, মানবতাবোধ, মানবিকতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলো মানুষের গভীর সত্ত্বার সাথে যুক্ত। মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা থাকবে, মমত্ববোধ থাকবে, সহানুভূতি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষ হিংস্র আচরণ করবে, নির্দয় হবে, পাশবিক হবে এটা কাম্য নয়; কারণ মানুষের আচরণ তো অন্যান্য প্রাণীর মতো হতে পারে না। একই বিষয়ে ১০/১১ বছর আগে একটি লেখা লিখেছিলাম। কিন্তু আবারও একই বিষয়ে লিখছি। কারণটি স্পষ্ট: সাম্প্রতিক সময়ে 'ছেলেধরা' সন্দেহে মানুষকে পিটিয়ে মারার পৈশাচিক আনন্দ দেখে আশ্চর্যানিত হয়েছি। মানুষ কী করে আরেকজন মানুষকে এভাবে পিটিয়ে মারতে পারে?

আমাদের দেশে গণপিটুনি নতুন কোন বিষয় নয়। নানান অজুহাতে এবং গুজব ছড়িয়ে মানুষ মানুষকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। ব্যাপারটি এমন যেন, কাউকে শায়েস্তা করতে চাইলে গুজব তুলে সহজেই শায়েস্তা করা সম্ভব। কিন্তু যারা সেই গণপিটুনিতে অংশ নেয় তারা প্রকৃত ঘটনা জেনে না নিয়েই আরেকজন ব্যক্তির উপর নির্দয়ভাবে চড়াও হন। যাচাই বাছাই না করেই মানুষকে এভাবে পিটিয়ে মারার নজির পৃথিবীর কোন সভ্য দেশেই নাই। সভ্য দেশের মানুষ তো পশু-পাখিকেও এভাবে মারে না, অথচ আমাদের দেশের মানুষ আরেকজন মানুষকে বেদম প্রহার করতে করতে মেরেই ফেলছে!

আমাদের ইতিহাসে গণপিটুনিতে মানুষ হত্যা নতুন বিষয় না হলেও পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজে 'মানুষের মাথা লাগবে' বলে যে গুজব ছড়ানো হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষীতে বর্তমানে গণপিটুনি বহুগুণে বেড়ে গেছে। মানবাধিকার সংগঠন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হিসাব অনুসারে এ বছর সারা দেশে ৩৬ জন ব্যক্তি গণপিটুনিতে মারা গেছে। এদের প্রায় বেশির ভাগই নারী, মানসিক প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ ও নিরীহ মানুষ। গত ২০ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর বাড্ডার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তসলিমা বেগম রেণুকে পিটিয়ে মারা হয়। পরিবার বলেছে, তিনি তার মেয়েকে ভর্তির খবর নিতে ওই বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। রেণুর কথাবার্তা একটু অসংলগ্ন মনে হওয়ার তাকে 'ছেলেধরা' আখ্যা দিয়ে মারতে উদ্যত হয় একদল মানুষ। অতঃপর তাকে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ততোক্ষণে অনেক মানুষ জড়ো হয়ে যায় এবং সবকিছু না জেনে, না শুনে তালা ভেঙে দোতলায় উঠে যায়। তারপর রেণুকে টেনে-হিঁচড়ে বেদম প্রহার শুরু করে; যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। ২২ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে একজন ভাড়াটিয়াকে 'ছেলেধরা' গুজব ছড়িয়ে গণপিটুনী দেন সেই বাড়ীরই মালিক। উদ্দেশ্য, ভাড়াটিয়ার উপর প্রতিশোধ নেয়া। আর যারা সেই গণপিটুনীতে অংশ নিয়োছিল তারা কেউ তার কথা শুনল না, জানতেও চাইল না। কিন্তু খায়েশ মিটিয়ে ভাড়াটিয়াকে ইচ্ছে মতো পেটালো; যেন মানুষ পেটাতে খুব মজা! একই দিনে একই অভিযোগে পঞ্চগড় ও দেবীগঞ্জের তিনটি পৃথক স্থানে তিনজন মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণকে গণপিটুনি দিয়েছে স্থানীয় লোকজন। দেখা যাচ্ছে, এমন ঘটনা ঘটেই চলেছে আমাদের দেশে। কিন্তু এতো সংবাদ সম্মেলন, এতো সচেতনতামূলক কর্মসূচীর পরও কেন মানুষ অবুঝের মতো, হিংস্র পশুর মতো অন্য আরেকজন মানুষের উপর চড়াও হচ্ছে? সম্প্রতি অভিযোগ এসেছে যে, অনেকে প্রতিশোধ নিতে কিংবা পারস্পরিক দ্বন্দ-সংঘাতে 'ছেলেধরা' গুজবকে ব্যবহার করছে; আর সেই গণপিটুনিতে অংশ নেওয়া লোকজন চোখ বন্ধ করে, কোন কিছু জেনে না নিয়ে, অভিযোগের বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই মানুষ মারার ছেলেখেলায় মেতে উঠছে। অন্যদিকে, ধর্ষণ করে নির্মমভাবে হত্যা, মানুষের দেহকে গরু-ছাগলের মতো টুকরো টুকরো করে গুম করে ফেলা, সব আলামত নষ্ট করে ফেলার উদ্দেশে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা প্রভৃতিও থেমে নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ধরণের নৃসংশতা মানুষ করছে কী করে? মানুষ তারই মতো আরেকজন মানুষের উপর এমন পৈচাশিক আচরণ করছে কী করে?

ফেসবুক ও ইউটিউবের কল্যাণে কিছু গণপিটুনির ভিডিও দেখেছি। যেদিন বাড্ডার রেণু হত্যার গণপিটুনি দেখেছি সেদিন রাতে ঘুমাতেই পারিনি। একজন মানুষকে আরেকদল মানুষ এভাবে পেটাতে পারে? সেই মহিলা বাঁচার জন্য, তার সম্পর্কে দেওয়া মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে বলার জন্য কতো না আকুতি করেছেন। কিন্তু কে শুনলো কার কথা? তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। মানুষ প্রাণভয়ে যেভাবে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে সাপকে পেটায়, তারপর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখে মারা গেছে কি না, রেণু হত্যার সময়েও মানুষ তেমন করেছিল। মানুষকে যে আরেকদল মানুষ এভাবে মারতে পারে তা না দেখে বিশ্বাস করা কঠিন। এ কেমন পৈশাচিকতা? অথচ দেখা গেছে তার চারপাশে বহু লোক, কিন্তু মাত্র কয়েকজন লোক সেই গণপিটুনিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। অন্যরা সবাই ব্যস্ত সেলফি তুলতে, ছবি তুলতে কিংবা ভিডিও করতে। কেউ থামালো না তাদের সেই মানুষ-মারা উৎসব! বরগুণায় রিফাত হত্যার সময়ই লোকেরা ঠিক তাই করেছিল না? চেয়ে চেয়ে দেখল একজন মানুষকে আরেকদল মানুষ কিভাবে নির্মমভাবে কুপিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলছে! আপামর জনতা সেই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হতে ব্যতিব্যস্ত মোবাইল ক্যামেরা নিয়ে! বিগত ২৮ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বনানীর ১৭ নম্বর রোডের এফ আর টাওয়ারে আগুন লাগে এবং বহু মানুষ সেই ভবনে আটকা পড়ে। সবার চোখে-মুখে মৃত্যু-ভয় চেপে বসেছে। কেউ কেউ দালান থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ছে, কেউবা জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে ডিস লাইনের তার বেয়ে, টেলিফোনের খুঁটি বেয়ে নেমে আসছে। তবে বেশিরভাগ রয়ে গেছে ভবনের ভিতরে। তাদের বাঁচাতে এবং আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের ২৫টি ইউনিট একযোগে কাজ করছে। কিন্তু ভিড় করা উৎসুক জনতার কারণে তাদর উদ্ধার কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। তখন বার বার মাইকিং করে বলা হচ্ছিল যেন সকলে সেখান থেকে সরে যায়। কিন্তু ভীড় করা জনতা ব্যতিব্যস্ত ছবি তুলতে, ভিডিও করতে। হায়রে আমাদের ক্যামেরা প্রীতি! সামান্য দুই/পাঁচ টাকার জন্য রিক্সাওয়ালা ও বাস কন্টাকটরের সাথে ভদ্রলোকের বচসাও একটি নিয়মিত দৃশ্য। দেখা যায়, ওই কয়েক টাকার জন্য রিক্সাওয়ালা ও বাস কন্টাকটরের নাক-মুখ ফাটিয়ে রক্তপাত ঘটিয়ে ফেলা হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ কেন এতো অসহনশীল? মানুষের মানবিকতার অঙ্কুর কি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে? কী করে মানুষ মানুষের

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের এক স্বপ্নের বাস্তবায়ন আমা আ.চিক রাসং মিউজিয়াম স্থাপন

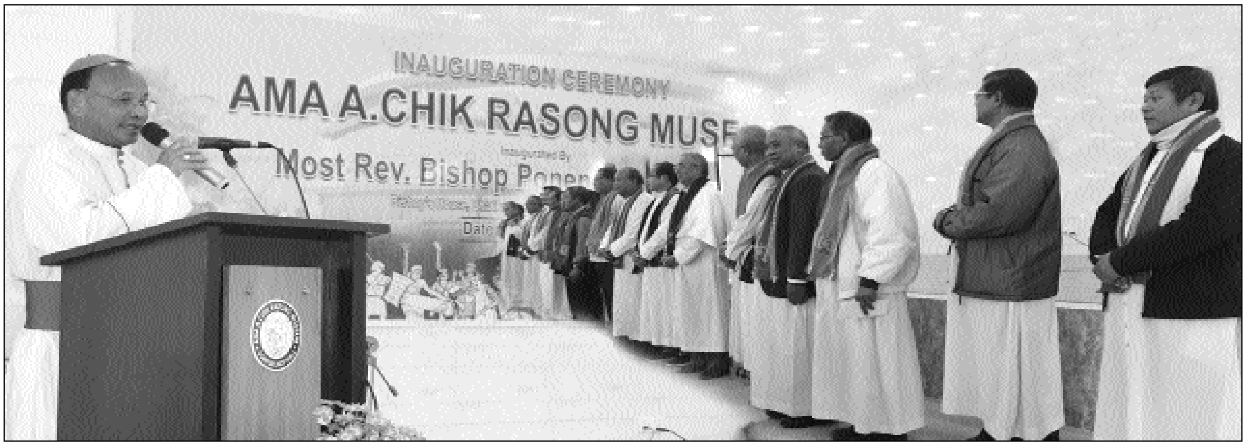

মান্দি অধ্যুষিত ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিলুপ্তপ্রায় কৃষ্টি-সংস্কৃতি, প্রথা, রীতি-নীতি, তথ্য-উপাত্ত, পোশাক পরিচ্ছদ ও সঙ্গীত জীব-বৈচিত্র্য এবং হারানো সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রক্ষা, সংগ্রহ এবং গবেষণার কথা বিবেচনা করে বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি'র সুপরিকল্পিত চিন্তার প্রতিফলনই আমা আ.চিক রাসং মিউজিয়াম। আমা আ.চিক রাসং মিউজিয়ামই ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ ও দেশের প্রথম আদিবাসী যাদুঘর। যা ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে বসবাসরত মান্দি আদিবাসীদের জীবনধারা, ভাষা, সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত ও নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ছাড়াও এই অঞ্চলে বসবাসরত অন্যান্য বিপন্ন আদিবাসীদের জীবনধারা, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা ও সংগ্রহে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আমা আ.চিক রাসং মিউজিয়ামের শুভ উদ্বোধন ও এর পটভূমি নিয়ে এই বিশেষ প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে **চম্পা বর্মণ, ময়মনসিংহ থেকে**।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে যুগযুগ ধরেই গারো আদিবাসী তথা অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস। সাংস্কৃতিক বৈচিত্রে উর্বর এ অঞ্চলের প্রধান নদ ব্রক্ষপুত্র অববাহিকার অদূরে পূর্বে গনেশ্বরী, মঙ্গলস্বরি, মহাদেও, মহেশখোলা, পাতালী ও রংদী নদী, পশ্চিমে সিমসাং, নিতাই, দারেং, ভোগাই, মার্শী, দেওফা, চান্দা দাড়ং নদ-নদী এবং মধুপুর গড়ের গভীর বন বনানীকে ঘিরে গারো তথা অন্যান্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সমাজ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ইতিহাস, রাজনীতি, ভাষা, জীবন ও জীবিকা চালিত, লালিত এবং আবর্তিত। একে ঘিরে গড়ে ওঠেছে এক সভ্যতা যা বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজ সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য এনেছে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এই এলাকায় কাথলিক মিশনারীগণের আগমনে মান্দিরা যখন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে তখন থেকে তাদের ধর্ম, ভাষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে শুরু করে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কাথলিক মণ্ডলী এ অঞ্চলের নানান স্থানে বিদ্যালয় ও মিশন স্থাপন করে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ঘটতে থাকে ব্যাপক জাগরণ। মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশ গঠনেও এসকল জাতিগোষ্ঠীর রয়েছে বিশেষ অবদান। একটি আলাদা ধর্মপ্রদেশ হিসেবে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চল ধর্মপ্রদেশীয় মর্যাদা লাভ করে এবং প্রয়াত বিশপ ফ্রান্সিস এ গমেজ ডিডি ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ পদে অভিষিক্ত হন ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ২০০৪ খ্রিস্টবর্ষে প্রথম গারো যাজক পনেন পল কুবি সিএসসি বিশপ হিসাবে অভিষিক্ত হন এবং স্থলাভিষিক্ত হন বিশপ ফ্রান্সিস এ গমেজ এর পরবর্তী বিশপ হিসেবে। গারো আদিবাসী তথা অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমাজ সংস্কৃতি ও জীবন-জীবিকা এবং এই অঞ্চলে কাথলিক মিশনারীগণের অবদানের ক্ষেত্রে যে সকল তথ্য উপাত্ত ও নিদর্শন রয়েছে তা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে একটি জাদুঘর নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি মহোদয়। ইতিহাস, সমাজ সংস্কৃতি, রাজনীতি, ভাষা, ও ধর্মীয় জীবন ধারা একটি জাতিকে সমৃদ্ধশালী করে এবং নানান প্রতিকূলতার মাঝে টিকে থাকার জন্য অনবদ্য অবদান রাখে। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের জাদুঘর স্থাপনের উদ্দেশ্য গারো আদিবাসীদের জীবনধারা, ভাষা, সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত ও নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন করা। এমন কি এই জাদুঘরে বাদ যায়নি এই এলাকায় বসবাসরত অন্যান্য বিপন্ন আদিবাসীদের জীবনধারা, ভাষা, সংস্কৃতিও। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে কাথলিক খ্রিস্টধর্মের আগমন, বিস্তার ও বিবর্তন তথা কাথলিক মিশনারীগণের অবদানের ঐতিহাসিক নিদর্শন ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠিত আমা আ.চিক রাসং মিউজিয়াম, ধর্মপ্রদেশীয় এই জাদুঘরটি দিক্‌খা আকৃতির দ্বিতল ভবন। বিভিন্ন সময়ে বিশপ মহোদয়ের সহভাগিতা থেকে থেকে জানা যায় এই মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা। তিনি জানান, পৃথিবী থেকে প্রকৃতির অনেক কিছু হারিয়ে গিয়েছে- যেমন আবিমা বা মধুপুর বন থেকে original অনেক গাছ বিলীন হয়ে গেছে, বনের অনেক পশু-পাখি আর এখন দেখা যায় না। হয়তো সে পশু-পাখি আর মধুপুরে দেখা যাবেও না। আবিমা এলাকা থেকে ২৫-৩০টি আদিবাসী গারো গ্রাম নিঃশেষ হয়ে গেছে। এমনিভাবে আফাল বা উত্তরাঞ্চল হতেও বহু গ্রাম-পাড়ার আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবেনা। গ্রাম-পাড়া বাড়ি-ঘর, ভূমি ও বাস্তুভিটা হারানোর সাথে সাথে ছোট-ছোট আদিবাসীরা তাদের যে পরিচয়, কৃষ্টি- সংস্কৃতি, প্রথা, রীতি-নীতি,

পোশাক পরিচ্ছদ ও সংগীত ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলছে। মান্দিদের যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে তা সংরক্ষণ ও জীবিত রাখার জন্যেই বিশপ মহোদয়ের এই প্রচেষ্টা।

মিউজিয়াম এর নামাকরণ সম্পর্কে বিশপ মহোদয় তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, AMA শব্দের অর্থ হলো মা। A.CHIK শব্দের অর্থ হলো মান্দি/গারো। RASONG শব্দের অর্থ হলো গৌরব। পৃথিবীতে কোন প্রাণি ভূমিষ্ট হলে তার প্রথম পরিচয় হয় মায়ের সাথে। অজান্তেই সবার

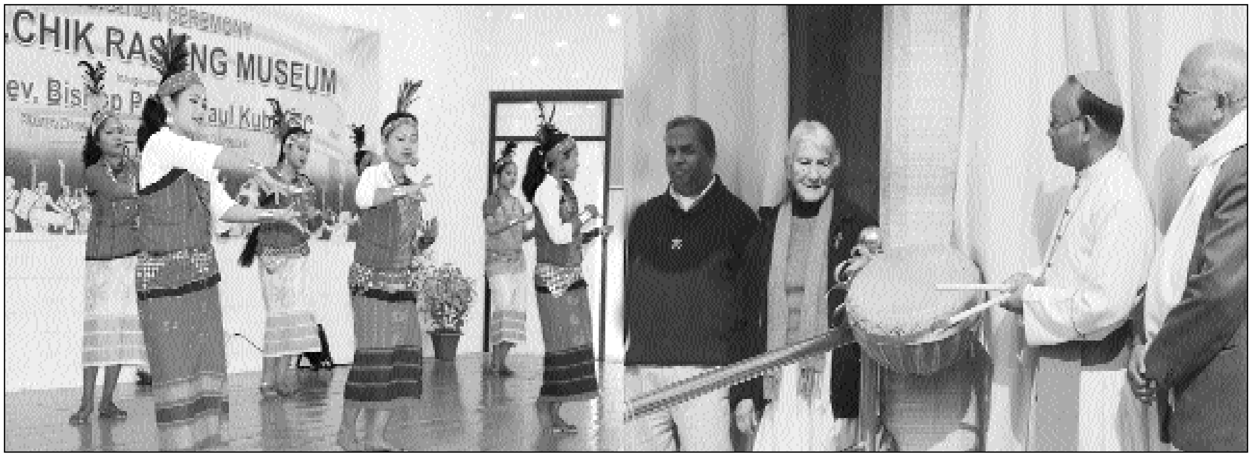

আগে মায়ের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর এই মায়ের স্নেহ-ভালবাসা, আদর যত্ন, লালন-পালন, নিরাপদ আশ্রয়, জীবন জীবিকা দ্বারা অসহায় শিশু বেড়ে উঠে এবং মা বলে শব্দ উচ্চারণ করতে শিখে। মা-কথা বলতে শিখায়। মা-বড় হতে সাহায্য করে। মা-সুস্থ সবল হতে এবং নিরাপদ থাকতে সাহায্য করে। মা- শিক্ষিত, সভ্য, দেশ ও জনসেবার জন্য যা যা কর্তব্য ও করণীয় সকল ক্ষেত্রে সেভাবেই সন্তানকে গড়ে তোলে। A.CHIK জাতি হলো মাতৃতান্ত্রিক সমাজবদ্ধ একটি জাতি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হিসাবে সবার নিকট পরিচিত, গ্রহণীয় এবং সমাদৃত। ভাষা, কৃষ্টি, প্রথা, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছদ, দ্রব্যাদি ও সঙ্গীত ইত্যাদি মায়ের সংরক্ষিত অবদান। তাই এ সকল চিন্তা-ভাবনা হতেই মাকে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শনের জন্যই এই নামকরণ। আগামী প্রজন্ম নিজস্ব আত্ম-পরিচয়হীন হীনমণ্যতায় ভুগতে হবেনা বরং নিজস্ব আত্মপরিচয়ে মাথা উঁচু করে চলতে সাহায্য করতে পারবে এই জাদুঘর। বিশপ মহোদয় স্বপ্ন দেখেন ও প্রত্যাশা করেন যে A.CHIK জাতি জ্ঞান-প্রজ্ঞায়, বিজ্ঞান মানসে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে একটি শক্তিশালী জাতিতে রুপান্তরিত হবে। ক্ষুদ্র একটি আদিবাসী মিলন-একতায় সবার নিকট আদর্শস্বরূপ একটি প্রতীক হয়ে থাকবে।

ময়মনসিংহ ক্যাথলিক ধর্মপ্রদেশের আমা আ.চিক রাসং মিউজিয়াম এর শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল গত ১০ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সকাল ১০টায় ময়মনসিংহ শহরের ভাটিকাশরে অবস্থিত বিশপ'স হাউস প্রাঙ্গণের নিকটে প্রাচীন সেন্ট প্যাট্রিক গির্জা বর্তমান জনপল হলের বিপরীতে যেখানে মিউজিয়ামটির অবস্থান। মিউজিয়ামটির প্রতিষ্ঠাতা বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি, ডিডি মহোদয় মিউজিয়ামটি উদ্বোধন করেন এবং উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবর্গ উদ্বোধন পর্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাদার জেমস্ ক্রুশ সিএসসি, প্রভিন্সিয়াল, হলিক্রশ যাজক সংঘ, ব্রাদার সুবল রোজারিও সিএসসি, প্রভিন্সিয়াল, হলিক্রস ব্রাদার সংঘ, ফাদার ফ্রাংক কুইলিভান সিএসসি, সিস্টার ব্রুনো সিএসসি, সিস্টার লুর্ডস মেরী, প্রভিন্সিয়াল সালেসিয়ান সিস্টার্স, বিভিন্ন ধর্মীয় সংঘের প্রভিন্সিয়াল ও সুপিরিওর জেনারেলগণ, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক এবং অন্যান্য যাজকগণ, বিভিন্ন সংঘের ব্রাদারগণ, সিস্টারগণ, সিবিসিবি প্রতিনিধি ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা, হেমন্ত হেনরী কুবি, একান্ত সচিব সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এবং উপসচিব, মিউজিয়াম কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ,অপূর্ব স্রং, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল, কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল এবং বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, যুবপ্রতিনিধিগণ, বিভিন্ন প্যারিসের এবং স্কুল কলেজের প্রতিনিধিগণ। তিন পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা ও পরিচালনা করেন চম্পা বর্মণ ও ফাদার থিওফিল মানখিন। প্রার্থনা ও আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেন ফাদার থিওফিল মানখিন, ফাদার টিটুস মৃ এবং সিস্টার রুবি চিসিম এসএসএমআই। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেন সিস্টার রেমিতা এসএসএমআই এর নেতৃত্বে হলি ফ্যামিলি কনভেন্ট ও এ্যান'স্ কনভেন্ট এর মেয়েরা এবং ময়মনসিংহ বিসিএসএম এর সদস্য-সদস্যাগণ। অনুষ্ঠানটিতে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন ফাদার বিজন কুবি ও নিশান রেমার নেতৃত্বে ধর্মপ্রদেশের যুব প্রতিনিধিগণ।

অতঃপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা উপস্থাপন করেন অপূর্ব রাফায়েল স্রং, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল। বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি মহোদয় গারোদের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র নাগ্রা বাজিয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। সিস্টার রুবির নেতৃত্বে সেমিনারীয়ানগণের দ্বারা ফাদার কামিলুস রচিত গানের সাথে এই সময়ে আদুরি, দামা, ও নাগ্রা বাজানো হয় এবং পীরগাছা মিশনের সাইনামারী দল গারোদের ঐতিহ্যবাহী গ্রীক্কা পরিচালনা করেন। নাগ্রা বাজানোর একটু পরেই মিউজিয়ামের নাম লিখিত স্মারক টেরাকোটা উন্মোচন করেন বিশপ মহোদয় ও সুভাষ জেংচাম। একই সাথে সিংহদ্বারের পর্দা উন্মোচন করেন ফাদার ফ্রাংক কুইলিভান সিএসসি, সিস্টার ব্রুনো সিএসসি ও হেমন্ত হেনরী কুবি। শক্তির প্রতীক হাতি, রাজসিকতার প্রতীক সিংহ, জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার, গতির প্রতীক হরিণ অবমুক্ত করেন এবং নকপান্থের প্রতীক টালিঘর উন্মোচন করেন অতিথিবৃন্দ। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে ভবনটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের মালিক শংকর নিকোলাস গমেজ

আনুষ্ঠানিকভাবে বিশপ মহোদয়ের নিকট ভবনটির চাবি হস্তান্তর করেন। এর পরপরই বিশপ মহোদয় আমা আ.চিক রাসং মিউজিয়াম এর নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী বক্তব্য শেষে স্মারক ক্যান্‌ভাসে স্বাক্ষর করে মিউজিয়াম উদ্বোধন করেন। উপস্থিত অতিথিবর্গও উক্ত স্মারক ক্যান্‌ভাসে স্বাক্ষর করেন।

আশীর্বাদ প্রার্থনা পর্বে প্রার্থনা ও বাণীপাঠের পর সংক্ষিপ্ত সহভাগিতা করেন ফাদার শিমন হাচ্চা এবং ফাদরগণ উদ্দেশ্য প্রার্থনা করেন। সিংহদ্বার খুলে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন বিশপ মহোদয়, সিস্টার ব্রুনো সিএসসি এবং থিওফিল হাজং। 'পবিত্র শান্তিবারী ঢালো' গানের সাথে সাথে পবিত্র জল সিঞ্চন করেন বিশপ মহোদয়। ধুপারতি শেষে বিশপ মহোদয়ের শেষ প্রার্থনা ও আশীর্বাদের মাধ্যমে উদ্বোধন পর্ব সমাপ্ত হয়।

আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল এবং আমা আ.চিক রাসং মিউজিয়ামে প্রতিষ্ঠাতা বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি মহোদয় এবং সকল অতিথিবর্গ আসন গ্রহণ করেন। এসময় স্বাগত নৃত্যগীত ও ফুল দিয়ে অতিথিদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। আমা আ.চিক রাসং মিউজিয়ামের প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন চম্পা বর্মণ। তিনি তার বক্তব্যে প্রামাণ্যচিত্রের মূল উপজীব্য বিষয় এবং স্ক্রিপ্ট লেখকগণ, শিল্পী, কলাকুশলী, তথ্য-উপাত্ত প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সাহায্য সহযোগিতা দানকারী ব্যক্তিবর্গদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। স্মরণিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ফাদার বাইওলেন বার্নার্ড চাম্বুগং। অতঃপর স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন শেষে প্রামাণ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হয়। স্বাগত বক্তব্যে মিউজিয়াম কমিটির আহ্বায়ক ফাদার পিটার রেমা মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠাতা বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি মহোদয়কে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন হেবিনা আজিম, অপূর্ব রাফায়েল ম্রং, সুভাষ জেংচাম, সিস্টার লুর্ডস মেরী, ফাদার অঞ্জন জাম্বিল, ব্রাদার সুবল সিএসসি, ফাদার ফ্রাংক কুইলিভান সিএসসি, ফাদার জেমস্ ক্রুশ সিএসসি। বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি ডিডি মহোদয় তার বক্তব্যে আমা আ.চিক রাসং মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার পটভূমি, নামকরণের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা, সাম্প্রতিক সময়ের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নিয়ে আলোকপাত করেন এবং নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিবর্গকে এবং নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

মিউজিয়াম উদ্বোধনে বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি মহোদয় অতিথিবর্গকে নিয়ে ফিতা কেটে মিউজিয়ামের দ্বার উন্মোচন করেন এবং গ্যালারী পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে ধাপে-ধাপে সকল অংশগ্রহণকারীবৃন্দ গ্যালারী পরিদর্শন করেন। আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে বিশপ মহোদয়ের পক্ষ থেকে ধর্মপ্রদেশীয় সকল যাজককে ঐতিহ্যবাহী দক্‌মান্দা কাপড়ে তৈরী উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করা হয় এবং গ্যালারী পরিদর্শন শেষে স্মারক চাবির রিং উপস্থিত সকল দর্শনার্থীদের দেয়া হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মাঝে মান্দিদের সামাজিক রীতি অনুসারে কলাপাতায় তেপ্পা মিমিল পরিবেশিত হয় যা ধর্মপ্রদেশের পীরগাছা, জলছত্র এবং দরগাচালা ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ উপহার প্রদান করেন। নকমা রাগেন্দ্র নকরেক এবং বিভিন্ন ভক্তজনগণ ঐতিহ্যবাহী উপহারসামগ্রী বিশপ মহোদয়কে প্রদান করেন। বক্তব্যমালার মাঝে মনোজ্ঞ ও তাৎপর্যপূর্ণ নৃত্যগীত পরিবেশিত হয়।

এই যাদুঘর মান্দি তথা গারো জাতিগোষ্ঠীকে তাদের আত্মপরিচয় জানতে যেমনি সহায়তা করবে তেমনি উদ্বুদ্ধ করবে কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে সংরক্ষণ ও তুলে ধরতে। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে কাথলিক খ্রিস্টধর্মের আগমন, বিস্তার ও বিবর্তন তথা কাথলিক মিশনারীগণের অবদানের ঐতিহাসিক নিদর্শন ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ধারা সন্নিবেশিত হয়ে যাদুঘরটি দিনে দিনে আরো বেশি সমৃদ্ধ হবে। ধর্মপ্রদেশের বিশপসহ সকলে স্বপ্ন দেখেন ও প্রত্যাশা করেন যে A.CHIK জাতি জ্ঞান-প্রজ্ঞায়, বিজ্ঞান মানসে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে একটি শক্তিশালী জাতিতে রুপান্তরিত হবে। ক্ষুদ্র একটি আদিবাসী মিলন-একতায় সবার নিকট আদর্শস্বরূপ একটি প্রতীক হয়ে থাকবে॥

নাম বিভ্রাট

(১০ পৃষ্ঠার পর)

একটি শিশুকে দীক্ষাস্নান দিচ্ছি; শিশুর পিতামাতা শিশুকে বিন্তী নাম রাখবে। আর বিন্তী নামটি শুনেই মনে পড়ে গেলো বাঙালি পরিবারের বিন্তী নামের সেই শিশুটির কথা। পিতামাতা নামের অর্থ না জেনেই হয়তোবা মিনতী, কান্তি, শ্রাবন্তী, অবন্তী নামের সাথে ছন্দ মিলিয়ে বিন্তী নাম রাখাকেই শ্রেয় মনে করেছিলো। আর সাঁন্তাল পরিবার বিন্তী নামের অর্থ যে প্রার্থনা তা জেনেই মেয়ের নাম রেখেছে বিন্তী। অনেকের কাছেই যে এটা নাম বিভ্রাট তা বলা বাহুল্য। নাম বিভ্রাটের আরো বহু ধরণ রয়েছে। দীক্ষাস্নানের সময় অনেকেই সন্তানের নাম রাখেন এক; আর বাড়িতে ডাকতে থাকেন আরেক। বিভিন্ন জন বিভিন্ন নামে এক ব্যক্তিকেই ডাকতে থাকে। অবশেষে যা হবার তাই হয়। বিভিন্ন নামের ভিড়ে দীক্ষাস্নানের নাম টিকতে না পেরে হারিয়ে গিয়ে এক সময় সবার মুখে মুখে ডাক নামটিই দখলদারিত্ব করতে থাকে। শুরু হয়ে নাম বিভ্রাটের প্রাথমিক পর্যায়। কিন্তু নাম বিভ্রাটের আরো চরম পর্যায় আসে যখন দেখা যায় স্কুল সার্টিফিকেটের নামের ঘরে দীক্ষাস্নানে প্রদত্ত নাম ব্যাতিত অন্য কোন ডাক নাম এসে আশ্রয় নেয়। শুরু হয়ে যায় দৌড়াদৌড়ি। নাম পাল্টাওরে, আরেক নাম বসাওরে; এই ধরণের আস্ফালন। কিন্তু আগে সচেতন হলে পিতামাতা ও সন্তানের এই সমস্যা হবার কথাই নয়।

সুন্দর একটি নাম ব্যক্তিকে প্রকাশ করে। আবার ব্যক্তির হয়ে ওঠা উচিত সে নামেরই মতো; যে নামের কোন সুন্দর অর্থ রয়েছে। নাম বিভ্রাটের মারপ্যাঁচ আগেও চলেছে এখনো চলছে আর ভবিষ্যতে কি হবে জানা নেই। কিন্তু নাম বিভ্রাটে যেন কেউ না পড়ে সে জন্য সবাইকেই সাবধান থাকতে হয়। কারণ প্রতিনিয়ত নাম বিভ্রাটের কবলে পড়ে কাউকে না কাউকে হেনস্থা হতে দেখা যায়। তাই বলে যে নাম বিভ্রাটের ভয়ে নাম রাখার রীতিই বাতিল করে দেওয়া উচিত তার পক্ষে কেউ কখনো নয়। বরং যে নামই রাখা হোক না কেন নাম যেন হয় শ্রুতিমধুর, যথোপযোগী ও অর্থপূর্ণ। আর তা করতে পারলে নাম বিভ্রাটের যে রীতি শুরু হয়েছে তা অনেকটাই কমে আসতে নিশ্চিত॥ ❑

সবাইকে সাহায্য কর

ব্রাদার অন্তর কর্ণোলিয়াস কস্তা সিএসসি

রিয়া ও শ্রাবণী খুব ভাল বান্ধবী। তারা এক সাথে ৩য় শ্রেণিতে পড়ে। রিয়া প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠে প্রার্থনা করে এবং সময় মত পড়াশুনা করে। প্রতিদিন বিয়া তার মাকে দেখে, তার মা কত পরিশ্রম করে। তাই রিয়াও তার মায়ের কাজে সাহায্য করে। এতে রিয়ার মা-বাবা খুবই খুশি হন। কিন্তু রিয়ার বান্ধবী শ্রাবণী খুব দুষ্টু, সে সকালে প্রার্থনা করে না। ঘুম থেকে সময় মত ওঠে না, পড়াশুনা করে না। মা-বাবার কথা শোনে না। রিয়া প্রথম সাময়িক পরীক্ষার সময় খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করে এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, সে যেন ভাল পাশ করতে পারে। অন্যদিকে শ্রাবণী পরীক্ষার সময় খুব অল্প পড়াশুনা করে, শুধু টেলিভিশন দেখে ও খেলা করে সময় কাটায়। প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল দিলে দেখা যায় যে, রিয়া খুব ভালো পাশ করে এবং শ্রাবণী তিন বিষয়ে ফেল করে। শ্রাবণী অকৃতকার্য হওয়ায় খুব কান্না করে। শ্রাবণীর কান্না দেখে রিয়ারও কান্না পায়। রিয়া শ্রাবণীকে বলে কান্না করো না। আজ তুমি আমার সাথে আমাদের বাড়ি যাবে। শ্রাবণী রিয়ার সাথে তাদের বাড়ি যায় এবং সেখানে তার সাথে এক সাপ্তাহ থাকে। প্রথম দিন শ্রাবণী দেখল রিয়া প্রতিদিন সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠে তারপর সকালের প্রার্থনা করে, সময়মত পড়াশুনা করে, মাকে সাহায্য করে, সন্ধ্যায় সন্ধ্যা প্রার্থনা করে তার পরিবারের সাথে এবং উদ্দেশ্য প্রার্থনায় সে বলে তাদের পরিবারের সবাই যেন সুস্থ সাথে, যারা অসুস্থ তারা যেন ঈশ্বর আশীর্বাদে সুস্থ হয়ে ওঠে, সে যেন ভালভাবে পড়াশোনা করতে পারে এবং তার বান্ধবী শ্রাবণী যেন পড়াশুনা করে পাশ করতে পারে। পরের দিন শ্রাবণীও রিয়ার সাথে সকাল-সকাল ঘুম থেকে ওঠে তার সঙ্গে প্রার্থনা করে। রিয়ার সাথে রিয়ার মাকে সাহায্য করে, রিয়ার সাথে ঘর ঝাড়ু দেয় ইত্যাদি কাজ করে। এক সপ্তাহ থাকার পর শ্রাবণী যখন বাড়িতে যায় তখনো তার মা-বাবা তার ওপর খুব রাগ করেছিল। কারণ সে যে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। তাই সে মা-বাবাকে বলে "I am sorry।" আজ থেকে আমি ভাল হয়ে চলবো এবং তোমাদের বাধ্য হয়ে চলবো। প্রতিদিন পড়াশুনা করব। সন্ধ্যায় তোমাদের সাথে প্রার্থনা করব। এই কথা শুনে শ্রাবণীর মা-বাবা খুব খুশি হল এবং তাকে আদর করল। আদরের সোনামণিরা, দেখলেতো এক বান্ধবী অন্য বান্ধবীকে কিভাবে সাহায্য করেছে ভালো হওয়ার জন্য, তাই তোমরাও তোমাদের খারাপ বন্ধু-বান্ধবদের ভাল হতে সাহায্য কর, এতে ঈশ্বর খুশি হন এবং আর্শীবাদ করে॥ ❑

আশায় রবো

ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি

ছোট্ট আমি, চুপটি থাকি, সবার কথাই শুনি
মনে-মনে, ক্ষণে-ক্ষণে, সত্য-মিথ্যার ধ্বনি-গুনি।
বড়রা কয়, সদা সত্য বল্, সোজা পথে
হেঁটে চল্
চারিদিকে তাকিয়ে দেখি মিথ্যার বইছে
অঝোর ঢল্।
স্নেহ-শ্রদ্ধার, দয়া-ভালবাসার কঠোর শিক্ষা
যাদের
তাদেরই মাঝে খুন-খারাবি,
মানবো আদেশ কাদের?

বাজে অভ্যাস, মন্দ-সাথী,
নেশা করতেও বারণ
বিক্রি-বিতরণ বহন-সেবন শিশুকে দেবার কারণ?
নকল করলে টিসি দিবে,
অবাধ্যকে কঠোর সাজা
উত্তরসহ প্রশ্ন দিয়ে,
কারা লুটছে অর্থের মজা?
শিশু রক্ষার আইন করেছে,
জুলুম-নির্যাতন মানা
সুযোগ পেলেই খুন-ধর্ষণ, নির্যাতন-গুমও
সব জানা।

সবার উপর মানুষ সত্য ব'লে,
লাভের লোভে সেবায় মাত
তবে জগতে কেন ধর্ম নিয়ে, বাড়া-বাড়ি
বিদ্বেষ যত?
তোমরা বল মানুষ হতে,
জ্ঞানে-গুণে আদর্শেতে
কেন ভরা চারিদিকে,
ঘুষ-নেশা আর দুর্নীতিতে?
ইস্কুলেতে শেখাও ভালো,
ঘরে যেতেই সবই গেল
এত অমিল, মিথ্যার সামিল,
সবই কেন এলোমেলো?

ছোট্ট আমি, ভয়ে-দ্বন্দ্বে থাকি,
বুঝি কু-বাসনার বলি হবো
তোমাদের কথা-কাজ মিলবে কবে,
তাই দেখার আশায় রবো।

আবেগ ইথান পেরেরা
এসএফএক্স গ্রীণহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
কেজি - II

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

দৈনিক পত্রিকায় সপ্তাহের আলোচিত সংবাদ

শুরু হল মুজিব বর্ষের ক্ষণগণনা

গত ১০ জানুয়ারি, শুক্রবার বিকেলে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ক্ষণগণনার অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রতীকী বিমান অবতরণ, বিমান থেকে আলোক প্রক্ষেপণ ও তোপধ্বনি, প্রতীকী গার্ড অব অনারের মতো বিষয়গুলো ছিল। প্রধানমন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার পাশাপাশি মুজিব বর্ষের লোগো উন্মোচন করেন। প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনের পর প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও জনপরিসরে ক্ষণগণনা শুরু হয়। দেশের ৫৩ জেলা, ২টি উপজেলা, ১২টি সিটি কর্পোরেশনের ২৮টি পয়েন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর ৮৩টি পয়েন্টে কাউন্টডাউন ঘড়ি বসানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, পরের দিন ১১ জানুয়ারি, পাকিস্তানের ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনার উদ্বোধন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে হাইকমিশনের চ্যান্সারি ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অন্যান্য অতিথি এতে অংশ নেন।

১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

ঢাকার সিটি নির্বাচনে ১৩ মেয়র প্রার্থী বৈধ। যাচাই-বাছাই শেষে আওয়ামী লীগের আতিকুল ইসলাম ও বিএনপির তাবিথ আউয়ালসহ ছয় মেয়র প্রার্থীকে বৈধ ঘোষণা করলেও কামরুল ইসলামকে অবৈধ ঘোষণা করে ইসি। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাওয়া ১৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩জনের মনোনয়ন ২ জানুয়ারি বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

নানামুখী দাবির প্রেক্ষিতে অবশেষে দুইদিন পিছিয়ে, আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের ভোটের দিন নির্ধারণ করেছে কমিশন। আর পরিবর্তিত সময় অনুযায়ী, এসএসসি পরীক্ষা ১ ফেব্রুয়ারির বদলে শুরু হবে ৩ ফেব্রুয়ারি। এর আগে দুই সিটি কর্পোরেশনের ভোটের তারিখ ঘোষণার পর থেকেই হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সরস্বতী পূজার দিন ভোট না করতে নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানায়।

এরই মধ্যে, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের ভেতর ও বাইরে কঠোর নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের নিরাপত্তায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ১৮ সদস্য এবং সাধারণ ভোটকেন্দ্রে ১৬ সদস্য মোতায়েনের পরিকল্পনা ইসির। এছাড়া ভোটকেন্দ্রের বাইরে নির্দিষ্ট সংখ্যক পুলিশ, এপিবিএন, র‌্যাব ও বিজিবির মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স অবস্থান করবে। ভোটের দু'দিন আগে তাদের মোতায়েন করা হবে। ভোটের দিন ও এর পরদিন তারা মাঠে থাকবেন।

প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভারত-পাকিস্তান থেকে এগিয়ে বাংলাদেশ

রফতানির গতি কমে আসায় চলতি (২০১৯-২০) অর্থবছর শেষে নাগাদ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২ শতাংশে নেমে আসতে পারে বলে পূর্ভাবাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। ৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার বিশ্ব অর্থনীতির পূর্ভাবাস প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। এতে বাংলাদেশ বিষয়ে বলা হয়েছে, আগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৮ দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এ অঞ্চলে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। মূলত রফতানি আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রবৃদ্ধিও অনেক বেশি হয়েছিল। কিন্তু চলতি অর্থবছরের শুরুতে রফতানি আগের চেয়ে কমেছে।

২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বের শীর্ষ বিশ দেশের একটি হবে বাংলাদেশ

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল বলেছেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের শীর্ষ বিশ রাষ্ট্রের একটি। গত ১২ জানুয়ারি শনিবার রাজধানীর হাতিরঝিলের অ্যাম্পিথিয়েটারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষের আগাম উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাস্তবায়নে দেশের নিরবচ্ছিন্ন এগিয়ে চলার নানা তথ্য ওঠে আসে তার বক্তব্যে। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল বলেন, জাতির পিতা এক ক্ষণজন্মা মানুষ। এমন মানুষ সব সময় আসেন না। তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন লাল-সবুজের পতাকা। দিয়েছেন আত্মপরিচয়ের ঠিকানা স্বাধীন বাংলাদেশ। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে এগিয়ে দিয়েছেন সঠিক পথে। তার মননে সব সময় মিশেছিল বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ। তার চিন্তায় ছিল স্বাধীন দেশে শহর ও গ্রামের মাঝে তফাত থাকবে না। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকবে না। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মনোয়ার আহমেদ। প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার গানের সুরে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তিনি গেয়ে শোনান 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর'। নজরুল সংগীত শিল্পী সুজিত মুস্তাফা শুনিয়েছেন 'ও আমার দেশের মাটি তোমার' পরে ঠেকাই মাথা'। 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানের সুরে নয়ন জুড়ানো নৃত্য পরিবেশন করেন বিদ্যা সিনহা মীম। ফাহমিদা নবী গেয়েছেন 'এই পতাকা আমার শত বাঙালির একটি রূপকার'। চমৎকার দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনান হৃদয় খান, আরেফিন রুমি। শত শিল্পীকে সঙ্গী করে 'তাপস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস্' এর পরিবেশনা সকলকে মুগ্ধ করে।

আসছে ১০ বছর মেয়াদি ই-পাসপোর্ট

অবশেষে ১০ বছর মেয়াদি ই-পাসপোর্ট (ইলেক্ট্রনিক পাসপোর্ট) দেওয়া শুরু হচ্ছে। ২২ জানুয়ারি এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর ঢাকার আগারগাঁও, যাত্রাবাড়ী এবং উত্তরা পাসপোর্ট অফিস থেকে ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হবে। যদিও এর আগে দুই দফায় দিনক্ষণ ঠিক করেও ই-পাসপোর্টের কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি।

ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইদুর রহমান খান বলেন, ইতিমধ্যে সব প্রস্তুতি ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে সংবাদ সম্মেলন করে এ বিষয়ে জানানো হবে। ই-পাসপোর্ট ব্যবহারের জন্য হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বয়ংক্রিয় গেটও এর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব বন্দরে এই গেট চালু করা হবে। এ সময়ে ই-পাসপোর্ট পাশাপাশি মেশিন রিডেবল পাসপোর্টও চালু থাকবে।

সাধারণ পাসপোর্ট থেকে ই-পাসপোর্ট পার্থক্য হলো, এতে মোবাইল ফোনের সিমের মতো ছোট ও পাতলা আকারের ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোপ্রসেসর চিপ যুক্ত থাকবে। এই চিপ পাসপোর্টের একটি বিশেষ পাতার ভেতরে থাকবে। এই পাতা সাধারণ পাতার চেয়ে মোটা হবে। চিপে সংরক্ষিত বায়োমেট্রিক তথ্য বিশ্লেষণ করে পাসপোর্ট বহনকারীর পরিচয় শনাক্ত করা যাবে। এতে করে একজনের নাম পরিচয় দিয়ে অন্য নামে পাসপোর্ট কেউ করতে পারবে না। এই পাসপোর্ট নকল হওয়ার আশঙ্কাও থাকবে না। সাধারণ পাসপোর্ট তুলনায় ই-পাসপোর্টে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যও থাকছে বেশি। এতে ৩৮ ধরনের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য থাকবে, যার অনেক বৈশিষ্ট্য থাকবে লুকানো অবস্থায়। ই-পাসপোর্ট করার সময় মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ডেটাবেইসে পাওয়া তথ্যগুলো ই-পাসপোর্টে স্থানান্তর করা হবে॥

The Christian Cooperative Credit Union Ltd., Dhaka

Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, East Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka-1215
Tel: 9123764, 9139901-2, 58152640, 58153316, Fax: 9143079
E-mail: cccu.ltd@gmail.com, Website: www.cccul.com
Online News:dhakacreditnews.com, Online TV:dctvbd.com

Re-Advertisement for the Spoken English Course

We are very happy to inform everyone that we are going to start our 37th batch of Spoken English Course. The course details are as follows:

Focus area of the course	: Speaking, Listening, Writing & Lifestyle
Course starting date	: 15 February, 2020
Duration of the course	: 2 months
Course fee	: Tk. 2500
Admission fee	: Tk. 10
Admission form	: Tk. 10
Class Schedule	: Weekly 3 days (Monday, Wednesday & Saturday 4:00 – 6:00 pm)
Collection of form	: Reception desk of Credit Union.
Last day of admission	: 13 February, 2020
Admission eligibility	: Any students/youth can get admission (All Community).

- ❖ Those who are looking for a job after graduation will get preference.
- ❖ Those who want to move abroad for higher education will get preference.
- ❖ The Minimum education qualification is S.S.C.
- ❖ The course is taken by highly experienced teacher.
- ❖ A Certificate will be awarded after successful completion of the course.
- ❖ Students must attend 90 % of the total classes.

Admission is open for every working day during office hours.

Pankaj Gilbert Costa
President
The CCCU Ltd., Dhaka

Ignatious Hemanta Corraya
Secretary
The CCCU Ltd., Dhaka

বিপ/২৩/২০

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড

The Central Association of Christian Co-operatives (CACCO) Limited

(স্থাপিতঃ ১ মে, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ, রেজিষ্ট্রেশন নং-০৫, তারিখঃ ১৯ জুলাই, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ)
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৪৭৭১ মোবাইলঃ ০১৭৯৬-২৩২০১৬, ই-মেইলঃ caccoltd@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা ও মতবিনিময়

এতদ্বারা দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড-এর সকল সদস্য সমিতির সম্মানিত চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী এবং ডেলিগেটগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার, বিকাল ৩:০০ মিনিটে, সিবিসিবি সেন্টার, ২৪/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড-এর ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রত্যেক সদস্য সমিতির পক্ষ থেকে (১) একজন ডেলিগেট (সমিতি কর্তৃক মনোনীত) অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম দুপুর ২:৩০ মিনিট থেকে শুরু হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানিত সকল ডেলিগেটগণকে যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিস্তারিত সমিতির কার্যালয় থেকে জানা যাবে।

একই সাথে জানানো যাচ্ছে যে, সাধারণ সভার পূর্বে একই স্থানে ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, সকাল ৯:০০ মিনিট থেকে দুপুর ২:০০ মিনিট পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রেডিট ইউনিয়ন/সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে 'বর্তমান সময়ে সমবায় ভাবনা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত মতবিনিময় সভায় কাক্‌কো লিঃ-এর সদস্য সমিতি ও সদস্যভুক্ত নয় এমন খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি যেমন ক্রেডিট ইউনিয়ন, বহুমুখী সমবায় সমিতি, হাউজিং সোসাইটি, মহিলা সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দকে অংশগ্রহণের সাদর আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

নির্মল রোজারিও
চেয়ারম্যান, কাক্‌কো লিঃ

ডমিনিক রঞ্জন পিউরীফিকেশন
সেক্রেটারী, কাক্‌কো লিঃ

বিপ/২৪/২০

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

টগোর ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ টগোর ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। গত ১০ জানুয়ারি টগোর রাজধানী লোমে অবস্থিত সাধু ২য় জন পল মেজর সেমিনারীতে এই সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হয় '৫০ বছরে যাজক ভ্রাতৃসংঘের অর্জন ও চ্যালেঞ্জ' শিরোনামকে প্রতিপাদ্য করে। টগোর বিশপ আলোওনেনো মূল বিষয়ের উপর উপস্থাপনা রাখেন এবং বলেন যে, ৫০ বছরের যাত্রার

পরেও ভ্রাতৃত্বের টানে যাজকেরা বার্ষিক সভাতে একসাথে মিলিত হয়, একসাথে প্রার্থনা করে এবং নিজেদেরকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করে। একসাথে প্রার্থনা করতে পারাই সংঘের সবচেয়ে বড় অর্জন বলে তিনি অভিহিত করেন। সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে টগোর ৭টি ধর্মপ্রদেশ থেকে ৪০০ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক মেজর সেমিনারীতে মিলিত হয়েছে। কপালিমে ধর্মপ্রদেশের বিশপ বলেন, যাজকদের ভ্রাতৃসংঘ শুধুমাত্র একটি সমাবেশ নয়, যাজক বা সাক্রামেন্তের সেবাকর্মী হিসেবে একসাথে মিলিত হওয়া আমাদের আহ্বান এবং একইসাথে তা মঙ্গলবাণী প্রচারকাজের একটি উপকরণ। ২য় ভাতিকান মহাসভার নির্দেশনা অনুযায়ী যাজকেরা তাদের অভিষেকের গুনে সাক্রামেন্তীয় একতায় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত তাতে টগোর ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ ইতিবাচকভাবে সাড়া দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, কোন যাজকই একাকী তার প্রেরণকর্ম চালিয়ে নিতে পারে না। অন্য যাজকদের সাথে যুক্ত না হয়ে একজন যাজক কাজ করতে পারেন না।

২০২০ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টীয় একতার জন্য প্রার্থনা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য বিষয়

অভিবাসীদের যত্নদান

প্রতিবছর সারাবিশ্বের খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ খ্রিস্টীয় একতার জন্য প্রার্থনা সপ্তাহ পালন করতে ভাতিকানে একত্রিত হন। খ্রিস্টীয় একতার জন্য প্রার্থনার বার্ষিক এই কর্মসূচী সংগঠিত হয় ১৮-২৫ জানুয়ারিতে। ঐতিহ্যগতভাবে পোপ মহোদয় সাধু পলের মহামন্দিরে সান্ধ্য প্রার্থনা পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে এই ঐক্য সপ্তাহের ইতি টানেন। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ঐক্য সপ্তাহের মূলসুর নির্ধারণ করেছেন মাল্টার খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রতিনিধিবর্গ। পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে বেছে নিয়েছেন প্রেরিতদের কার্যাবলীর ঘটনা। 'তারা আমাদের সাথে কত আন্তরিক ব্যবহার করলো'। ঐক্য সপ্তাহে বিশেষভাবে অভিবাসীদের জন্য প্রার্থনা করতেও বলা হয়। ক্যান্টারবেরী আর্চবিশপের প্রতিনিধি ও রোমে এ্যাংলিকান সেন্টারের পরিচালক আর্চবিশপ ইয়ান এরনেষ্ট বলেন, ঐক্য সপ্তাহের প্রার্থনার জন্য যে মূলসুর নির্ধারণ করা হয়েছে তা যথাযথ। প্রার্থনার সাথে সাথে আমাদের আন্তরিকভাবে কাজও করতে হবে। বিশেষভাবে যারা নির্মম বাস্তবতায় জীবন বাঁচাতে আমাদের দেশের বিভিন্ন তীরগুলোতে এসে পৌছে তাদের প্রতি যেন আমরা সদয় আচরণ করি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, শুধুমাত্র একসাথে প্রার্থনা করলেই হবে না একসাথে কাজও করতে হবে। অভিবাসী, শরণার্থী এবং আগন্তুকদের ভাইবোন হিসেবে গ্রহণ করে আন্তঃমাণ্ডলিকভাবে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহ্বান রাখেন তিনি। এ্যাংলিকান আর্চবিশপ এরনেষ্ট আরো বলেন, পোপ ফ্রান্সিসের মত খ্রিস্ট মণ্ডলীর কিছু নেতৃবৃন্দ আছেন যারা অন্যের কাছে যেতে ও তাদের হাত ধরে এগিয়ে চলার সংগ্রামে পুরোভাগে আছেন। তিনি সকল খ্রিস্টানদের কাছে আবেদন রেখে বলেন, এসো আমরা সকলের সাথে আন্তরিক হই। কেননা এই আন্তরিকতাই আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে বলে আশা করা যায়।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিশপদের সাথে সাক্ষাৎ করতে দক্ষিণ ইতালির বারি যাচ্ছেন পোপ ফ্রান্সিস

ভাতিকানের যোগাযোগ অফিস গত মঙ্গলবার (২১/০১/২০২০) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, পোপ ফ্রান্সিস আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি রোজ রবিবার সকালে দক্ষিণ ইতালির শহর বারি পরিদর্শনে যাচ্ছেন।

ইতালিয়ান বিশপ সম্মিলনী 'ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, শান্তির সীমান্ত' শিরোনামে পোপ মহোদয়ের এই সফরের ব্যবস্থা করেছে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ১৯টি দেশের ৫০জন বিশপ পোপ মহোদয়ের সাথে মিটিং এ অংশ নিবে বলে আশা করা হচ্ছে। অভিবাসন মূল ইস্যু হিসেবে আলোচিত হবে। এছাড়াও যুবদের মাঝে বাণী প্রচার, বেকারত্ব, কৃষ্টি-সংস্কৃতিগত মতবিনিময় এবং শান্তি স্থাপন বিষয়গুলো আলোচিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশপগণ। বারি পরিদর্শনের সময় পোপ মহোদয় বিশেষ বক্তব্য রাখবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাবেন। বারির সাধু নিকোলাসের বাসিলিকা পরিদর্শনে যাবেন এবং সাধুর পূণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। বারি থেকে ফিরে আসার পূর্বে পোপ মহোদয় শহরের প্রাণকেন্দ্রে সকলের জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবেন।

উল্লেখ্য পোপ ফ্রান্সিস জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বারি পরিদর্শন করেছিলেন যেখানে তিনি কাথলিক ও অর্থডক্স খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের খ্রিস্টানদের ঐতিহ্য নিয়ে সহভাগিতা করেছিলেন। যেখানে তিনি বলেছিলেন, আমরা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ একসাথে হাঁটতে, প্রার্থনা ও কাজ করতে পারি এ আশা নিয়ে যে, দ্বন্দ্বের কৌশলের ওপর আমাদের সাক্ষাতের কৌশল জয়ী হবে।

বিগত ২০ বছরে দক্ষিণ কোরিয়াতে কাথলিকদের সংখ্যা ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে

কোরিয়ান কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর (CBCK) আওতাধীন কাথলিক পালকীয় ইন্সটিটিউট, কোরিয়ার (CPIK) এক গবেষণা অনুসারে কোরিয়ার কাথলিক জনসংখ্যা অব্যাগতভাবে বেড়ে চলেছে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ কোরিয়ায় কাথলিকদের সংখ্যা ছিল ৩.৯ মিলিয়ন যা ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫.৮ মিলিয়ন। যা দক্ষিণ কোরিয়ার মোট জনসংখ্যা ৫১ মিলিয়নের ১১.১%। কিন্তু বর্তমানে বৃদ্ধির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ২০০০-২০০১ খ্রিস্টাব্দে পরিমাণ ছিল ৩.২% ও ৩.৯%। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে তা নেমে আসে

২% এবং ২০১০ খ্রিস্টাব্দে তা হয়ে যায় ১.৭%। তবে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিসের সফরের প্রভাব পড়ে কাথলিকদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে বৃদ্ধির হার ২.২%। তবে বর্তমানে তা ১% এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দুই দশকে খ্রিস্টযাগে যোগদানের সংখ্যা কমেছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ। ২৯.৫% থেকে নেমে এসে এখন দাঁড়িয়েছে ১৮.৩%।

- তথ্যসূত্র : news.va

নবাই বটতলায় রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার মহাতীর্থ উৎসব

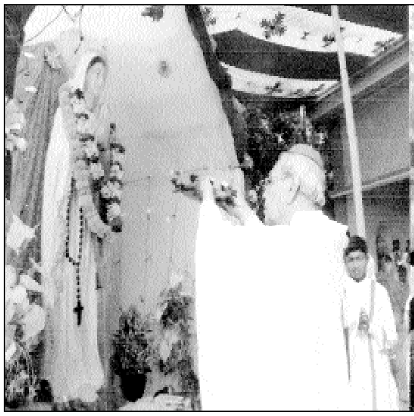

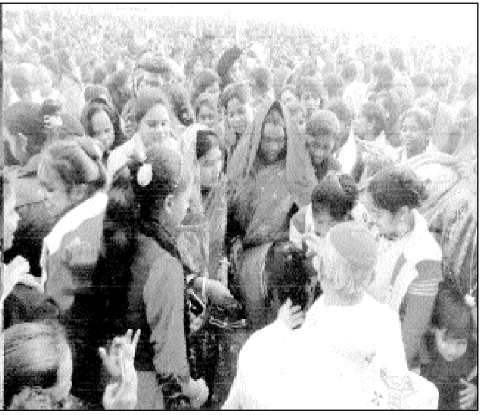

ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া ▮ গত ৭-১৫ জানুয়ারি, ২০২০ অনুষ্ঠিত হল রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থোৎসব উপলক্ষে নভেনা এবং ১৫ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় কার্ডিনাল প্যাট্রিক রোজারিও সিএসসি এবং রাজশাহীর বিশপ জের্ভাস রোজারিও কে অভ্যর্থনা দেওয়া এবং নভেনার পূর্বে বেদী এবং পবিত্র ক্রুশ পথ যা ফদার আতুরো স্পেজিয়ালে পিমে নির্মাণ করেন তা আশীর্বাদ করা হয়। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিডি। ১৫ জানুয়ারি রাতে আলোক শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে খান সেনাদের হাত থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষার কথা স্মরণ করা হয়।

ফাদার আতুরো স্পেজিয়ালে পিমে বাইবেল সহভাগিতা করেন এবং এরপর স্মৃতিচারণ করেন কার্লুস মারান্ডি। ১৬ জানুয়ারি পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও এবং বিশপ জের্ভাস রোজারিও। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩২জন যাজক এবং কিছু সংখ্যক সিস্টার উপস্থিত ছিলেন। তীর্থযাত্রার সংখ্যা ছিল ১০/১২ হাজার। কার্ডিনাল মহোদয় তাঁর উপদেশে বলেন, রক্ষাকারিণী মা মারীয়া প্রতিনিয়ত আমাদের রক্ষা করে চলেছেন এবং আশীর্বাদ করেন।

লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীতে যাজকীয় রজতী জয়ন্তী উদ্‌যাপন

জুলিয়ানা শেফালী গমেজ ▮ গত ৪ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ লক্ষ্মীবাজার পবিত্র ক্রুশ গির্জার পাল-পুরোহিত ফাদার জেমস শ্যামল গমেজ সিএসসি'এর 'যাজকীয় রজত জয়ন্তী' উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিকেল ৫টায় ধর্মপল্লীর যুবক-যুবতী কীর্তন এবং ফুল ছড়ানোর মধ্য দিয়ে ফাদারসহ সবাইকে গির্জায় বরণ করে নেন। এরপর লক্ষ্মীবাজার প্যারিস কাউন্সিলের সেক্রেটারী জুলিয়ানা শেফালী গমেজ ফাদারের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে ফাদারের যাজকীয় রজত জয়ন্তী উৎসবের শুভ সূচনা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন উৎসবের মধ্যমণি ফাদার জেমস শ্যামল গমেজ সিএসসি সাথে আরো সাতজন ফাদার। খ্রিস্টযাগ শেষে ফাদারসহ অন্যান্য ফাদারকেও ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা স্বাগত জানানো হয়। অনুষ্ঠানে ফাদারের যাজকীয় জীবন, কর্ম এবং ব্যক্তিত্ব নিয়ে সহভাগিতা করেন সিস্টার অবলেট এমসি, জন সরকার এবং সিস্টার মেরী আলো পালমা আরএনডিএম। পরে ফাদারকে লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীবাসী, বিভিন্ন সংগঠন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাদের ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ বিভিন্ন শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করেন। এরপর ফাদারের জীবনের স্মৃতিবিজরিত কিছু অংশ এবং লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীতে তার অবদান প্রভৃতি প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হয় এবং বাংলা ও ইংরেজী গানের দল সুন্দর স্বরচিত দুইটি গান পরিবেশন করেন। এরপর ফাদার শ্যামল তাঁর অনুভূতি সহভাগিতা করেন এবং যাজকীয় রজত জয়ন্তীর কেক কাটেন।

পরিশেষে, অনুষ্ঠানে আগত প্রায় ছয়শত খ্রিস্টভক্তদের সাথে তিনি জলযোগে অংশগ্রহণ করেন এবং ৮০জন ফাদার-ব্রাদার, সিস্টার, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও আত্মীয়স্বজনের সাথে রাতের আহারে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের রাধানগর ধর্মপল্লীর সংবাদ

ফাদার গ্রেসি ইস্যুবিয়াস রোজারিও ▮

প্রবীণ সেমিনার

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার রাধানগর সাধু যোসেফ গির্জায় অর্ধ দিবসব্যাপী প্রবীণ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। শুরুতে ক্ষুদ্র প্রার্থনা করা হয় এবং সান্তালী বরণ নৃত্যের মধ্য দিয়ে অতিথি ফাদার ও প্রবীণদের স্বাগত জানানো হয়। ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার গাব্রিয়েল টপ্প সিএসসি প্রবীণদের উদ্দেশে স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন। "আমার মণ্ডলী আমার দায়িত্বঃ একজন প্রবীণ হিসাবে মণ্ডলীতে

আমার ভূমিকা”- এই মূলসুরের ওপর বিশেষ সহভাগিতার মধ্য দিয়ে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের চ্যান্সেলর ফাদার মার্কুস মুর্মু মণ্ডলী ও সমাজে প্রবীণদের সক্রিয় অবদান রাখার আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন আমরা প্রবীণ হিসাবে কোনভাবেই যেন নিজেদের দায়িত্ব অবহেলা না করি। উপাসনা ও সামাজিক কার্যক্রমে আমাদের আরও সক্রিয় এবং ইতিবাচক সাড়াদান প্রয়োজন। ফাদার মার্কুসের সহভাগিতার পর মুক্ত আলোচনা পর্বে উপস্থিত প্রবীণগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাজে এবং মণ্ডলীতে তাদের অংশগ্রহণ ও সমস্যার ফাদার সুন্দরভাবে তাদের করণীয় সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। পরবর্তীতে উক্ত ধর্মপল্লীর সহকারী পুরোহিত ফাদার গ্রেসী ডি'রোজারিও সিএসসি পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগে ফাদার প্রবীণদের স্বকীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, “আপনাদের বুদ্ধি বিবেচনা এবং অভিজ্ঞতা কোনভাবেই অবহেলার নয়। তাই আপনাদের বুদ্ধি বিবেচনা ও অভিজ্ঞতাকে ভাল কাজে প্রয়োগের মাধ্যমে মণ্ডলী ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। আপনারা কোন অবস্থাতেই নিজেদের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন হতে দেবেন না।” খ্রিস্টযাগের পর দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে অর্ধ দিবসব্যাপী সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে সর্বমোট প্রবীণদের উপস্থিতি ছিল ১০২ জন॥

যুব সেমিনার উদ্‌যাপন

গত ২১ ডিসেম্বর, শনিবার ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ ১১০জন যুবক-যুবতীকে নিয়ে রাধানগর ধর্মপল্লীতে যুব সেমিনার আয়োজন করা হয়। ক্ষুদ্র প্রার্থনার মধ্য দিয়ে উক্ত সেমিনার শুরু হয়। পরবর্তীতে ধর্মপল্লীর সহকারী পুরোহিত ফাদার গ্রেসী ডি'রোজারিও সিএসসি'র স্বাগতিক বক্তব্য ও পাল-পুরোহিত ফাদার গাব্রিয়েল টপ্প সিএসসি'র উদ্বোধন ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেমিনার শুরু হয়। সেমিনারের মূলসুর “যিশুকে অন্তরে ধারণ ও জীবনে বহন”-এর ওপর সহভাগিতা করেন নিজপাড়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার পিটার সরেন। সহভাগিতায় ফাদার যুবাদের উদ্দেশে বলেন, “যিশুকে আমাদের অন্তরে সর্বপ্রথম ধারণ করতে হবে এবং পরে তাকে আমাদের কাজে ও কথায় বহন করতে হবে। কম্পিউটার ও মোবাইলে যেমন ইনপুট না দিলে তা থেকে কোন আউটপুট আশা করা যায় না, ম্যামোরি শূন্য হলেও তার থেকে কোন গান বা ছবি আমরা আশা করতে পারি না তদ্রুপ আমাদের ম্যামোরিতেও গান বা ছবি ইনপুটের ন্যায় জীবনে যিশুকে প্রথমত ধারণ করতে হবে তবেই আমরা যিশুকে জীবনে বহন করতে পারব।” সহভাগিতার পর যুবারা দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এবং রিপোর্ট প্রদান করে। এরপর বড়দিনের প্রস্তুতি স্বরূপ পাপস্বীকার এবং খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে যুবক যুবতীরা সেমিনারে অংশগ্রহণে তাদের অনুভূতি ও প্রস্তাবনা সহভাগিতা করে। পরিশেষে, ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও ধর্মপ্রদেশের পালকীয় সভার আলোকে যুবক-যুবতী ভাই-বোনদের আরো সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

ঢাকা ক্রেডিটের বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০১৯

নিজস্ব সংবাদদাতা ▌ ১৩ ডিসেম্বর, সকাল ১০টায় ঢাকা ক্রেডিটের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজের সভাপতিত্বে বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাবু মার্কুজ বলেন, ‘আজকের দিনটি আমাদের জন্য আনন্দের দিন। আজ নির্বাচন কমিশন ঢাকা ক্রেডিটের নতুন পরিচালনা পর্ষদের নাম ঘোষণা করেছে। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নতুন বোর্ড নির্বাচিত হয়েছে।’ ‘আমরা বিশ্বাস করি নতুন বোর্ড ঢাকা ক্রেডিটকে আরো উচ্চতায় নিয়ে যাবে। ফাদার চার্লস জে ইয়াং অর্থনৈতিক মুক্তির যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমরা তা বাস্তবায়ন করছি।’

ঢাকা ক্রেডিটের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, ‘আপনাদের দেওয়া দায়িত্ব আমরা সততা, নিষ্ঠা ও সফলতার সাথে পালন করবো। সদস্যদের চাহিদা ও জীবনমান উন্নয়নকল্পে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।’

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও বলেন, ‘ঢাকা ক্রেডিট বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ ক্রেডিট ইউনিয়ন। এ ক্রেডিটের উন্নয়নের গতিধারা বর্তমান বোর্ডের পরিচালনায় অব্যাহত থাকবে। একইভাবে সহযোগিতা কামনা করেন নতুন সেক্রেটারী হেমন্ত আই কোড়াইয়া।

ঢাকা ক্রেডিটের পরিচালনা পর্ষদের নবনির্বাচিত ব্যক্তিরা হলেন: প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, ভাইস-প্রেসিডেন্ট

আলবার্ট আশিস বিশ্বাস, সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, ট্রেজারার রতন পিটার কোড়াইয়া। বোড অব ডিরেক্টর: সজল যোসেফ গমেজ, পল্লব লিনুস ডি'রোজারিও, সলোমন ইগ্নেসিয়াস রোজারিও, মনিকা গমেজ, প্রত্যেশ রাংসা, পাপড়ি প্যাট্রিশিয়া আরেং, আনন্দ ফিলিপ পালমা ও পাপিয়া রিবেরু। ক্রেডিট কমিটি: চেয়ারম্যান মানিক লরেন্স রোজারিও, সেক্রেটারি জনি এস গমেজ, সদস্য: ডা. রবার্ট ডি'ক্রুশ, অন্তর মানখিন ও উমা ম্যাগডেলিন গমেজ। সুপারভাইজরি কমিটি: চেয়ারম্যান জন গমেজ, সেক্রেটারি প্রিয়ন্ত সি কস্তা, সদস্য বার্নার্ড পংকজ ডি'রোজারিও, মাধবী অনিতা গমেজ ও ষ্টেলা হাজরা॥

বাংলাদেশ-ভারত নজরুল সম্মেলন - ২০২০

এলড্রিক বিশ্বাস ▌ গত ৮ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় মগবাজারস্থ নজরুল একাডেমীতে বাংলাদেশ-ভারত নজরুল সম্মেলন-২০২০ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পীদের অংশগ্রহণে। ৭ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. আগস্টিন ক্রুজ। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মো: আবদুল গফুর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নজরুল একাডেমীর মন্টু রহমান ও ভারতের রবীন মুখোপাধ্যায়।

ড. আগস্টিন ক্রুজ তার বক্তব্যে বলেন, নজরুল দারিদ্র্যের মাঝে, জীবন সংগ্রামের মাঝে জীবন দর্শনকে গভীরভাবে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সর্বজনীনতার স্পর্শে হাতের কলম চালিয়েছেন। তাইতো ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিনগুলোতে নজরুলকে সমসাময়িক উল্কারূপে ও মহাসৌন্দর্যে গৌরবান্বিত কবি রূপে আখ্যায়িত করেন অনেকেই।

পরে বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস আরা এর একক সঙ্গীত পরিবেশনা॥

কুমিল্লা ধর্মপল্লীতে বড়দিন পুনর্মিলনী উদ্‌যাপন

সান্ত্বনা রোজারিও ▌ গত ১৭ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টবর্ষ, রোজ শুক্রবার আওয়ার লেডী অব ফাতিমা ধর্মপল্লী, কুমিল্লাতে বড়দিন পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। সকাল ১০টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার তপন ব্লেইস রোজারিও। খ্রিস্টযাগের শুরুতেই ফাদার বলেন, 'কুমিল্লা ধর্মপল্লীর স্থায়ী বাসিন্দারা বড়দিনের সময় গ্রামে চলে যান। তাই বড়দিনের খ্রিস্টযাগে অংশ নেন স্থানীয় অল্প সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত এবং দূরদূরান্ত হতে আগত কর্মী ভাইবোনেরা আর হিন্দু-মুসলিম ভাইবোনেরা। তাই বড়দিনের পর তাদের নিয়ে খ্রিস্টযাগ করা এবং একত্রে কিছু সময় কাটানোর উদ্দেশ্য নিয়েই আজকের এই আয়োজন।'

খ্রিস্টযাগের পরপরই সেন্ট মাইকেলস্ মাল্টিপারপাস প্রাথমিক বালক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতেই পাল-পুরোহিত ধর্মপল্লীর ছোট্ট শিশুদের নিয়ে বড়দিনের কেক কাটেন। এরপর শিশুদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন নাচ, গান ও আবৃত্তিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কোমলমতি শিশুরা তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। ধর্মপল্লীবাসীর পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন মোশী গনসালভেছ। সিস্টার মেরী তৃষ্ণা এসএমআরএ এবং সিস্টার মেরী যোসেফিনের উপস্থাপনায় লটারী ড্র ছিল অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। উপস্থিত সকল খ্রিস্টভক্তের জন্য লটারীর পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। লটারী পর্ব শেষে ধর্মপল্লীবাসী সকলে একত্রে দুপুরের আহার গ্রহণ করেন। বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করেন। উক্ত পুর্নমিলনী অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। পাল-পুরোহিতের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে বড়দিন পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

মহাপ্রয়াণের একাদশ বছর

এগারোটি বছর হলো সংসারের মোহমায়া ত্যাগ করে তুমি স্বর্গস্থ পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। এ সুন্দরতম পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-বেদনা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলে স্বর্গের দিকে, যেখানে প্রতিটি মানুষের চিরস্থায়ী আবাসস্থল, প্রার্থনাস্থল। মনে হয় এইতো তুমি আছ আমাদের সবার অন্তর জুড়ে, হৃদয়মন্দিরে। তোমাকে ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? তুমি যে রেখে গেছ সুন্দর করে সাজিয়ে ঘরের আসবাবপত্র, থরে থরে রাখা কাপড়গুলো, রান্নাঘরের বাসন-কোসন তোমারই স্নেহমাখা সুখ-স্মৃতিই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মঞ্জু রোজমেরী গমেজ

জন্ম : ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২৮ জানুয়ারি, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

উলুখোলা, মঠবাড়ী মিশন

পরম পিতার কাছে আমাদের একান্ত আবেদন - 'দাও প্রভু দাও তাকে অনন্ত শান্তি।' আমাদেরও আশীর্বাদ করো আমরা যেন সবাই এ পৃথিবীতে পবিত্র জীবনযাপন করে তোমার পথে পরম রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমারই শোকার্ত প্রিয়জন,

স্বামী : জ্যোতি গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধূ : মানিক-সারা
নাতিন : এভারলি গমেজ
জামাই ও মেয়ে : অসীম ও মুক্তা গমেজ, বিভাস ও হীরা গমেজ

জামাই ও ভাইজি : সুবাস ও নিতা গমেজ
নাতনী (মেয়ের পক্ষে) : জেনিফার, মাথিল্ডা
নাতি ও নাতনী (ভাইজির পক্ষে) : শুভ্র, সাইনী ও শুভন
বোন : সিস্টার মেরী আরতি এসএমআরএ

বিপ্র/১৬/১৯

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে **'প্রতিবেশী পরিবার'**। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

- : গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : -

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
  গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে/বিকাশের মাধ্যমে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে **THE PRATIBESHI** নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।
- স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা	
বাংলাদেশ	.... ৩০০ টাকা
ভারত	......................................ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	......................................ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	.... ইউএস ডলার ৬৫

BOOK POST

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড

মঠবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

আমাদের অর্থ আমরা করবো ব্যবহার, হবে সোনালী সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের হাতিয়ার

বিশেষ সুযোগ

পানজোরা, নাগরী মিশনে পাদুয়ার মহান সাধু আন্তনীর পার্বন উপলক্ষ্যে মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর পক্ষ থেকে দূর দূরান্ত হতে আগত তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশেষ সুযোগ। তীর্থস্থান হতে মাত্র ১৫ মিনিটের পথ, মঠবাড়ী মিশনের "মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ" এর কেএসবি বাণিজ্যিক ভবনে রয়েছে থাকা ও খাবারের আকর্ষনীয় সু-ব্যবস্থা।

- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ।
- ঠান্ডা ও গরম পানির সু-ব্যবস্থা।
- নিরিবিলি ও গ্রামীণ পরিবেশ।
- ইন্টারনেট ও ডিস লাইনের ব্যবস্থা রয়েছে।
- মিল পদ্ধতিতে খাবারের ব্যবস্থা।
- তীর্থস্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা (আলোচনা সাপেক্ষে)

আগ্রহীরা নিচের নাম্বারে যোগাযোগ করুন

মোবাইল ঃ ০১৭৪১১৪০৭৫০, ০১৩১৯৯১০৩৩৮, ০১৭০০৬৩০৪৯০

E-mail : mkbssltd@gmail.com, mkbssl2012@gmail.com

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: www.wklypratibeshi.org